সংশয় নিরাস

পণ্ডিত প্রবর সাধকাগ্রগন্য

জ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন

লিখিত

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

সংশয় নিরাস

পণ্ডিত প্রবর সাধকাগ্রগন্য
জ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন
লিখিত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

आदर्श-पुस्तके काल-निरूपणं यथा—

शाके षड्ब्रह्मवारांनिधिशशि [१४१६] मिते पादपद्मं गुरोस्तत्
श्रीरामाच्छङ्करोऽसौ धरणिसुर इमां संप्रणम्याशु यत्नात् ।
पुस्तीं विद्वन्मनोज्ञाममलिखदतिगुणैर्भूसुरैकाश्रयस्य
श्रीमद्रामप्रसादाङ्घ्रिजकुलतिलकस्यातिकीर्तेः शुभाय ॥

১৪১৬ শকের অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বের
হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়া অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইল।

প্রথম ব্যবস্থা।

—ঃ০ঃ—

কাশী-ধর্ম্ম-প্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছে যে—"তেলেহাটী আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রার্থনা"।

"তন্ত্রতত্ত্বাভিজ্ঞ কোন মহোদয় প্রমান সহিত এই পত্রের সদুত্তর লিখিলে আমরা আহ্লাদ সহ ধর্ম্মপ্রচারকে তাহা প্রকাশ করিব। (ধর্ম্মপ্রচারক।)"

আমরা ধর্ম্মপ্রচারকের উক্তরূপ অনুরোধে তদুল্লিখিত ত্রয়োদশ প্রশ্নের প্রমান সহ উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেঁখিলাম, শৈবীপত্রিকাতে ঐ ১৩টী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ উত্তরে একটীও প্রমান প্রদত্ত হয় নাই। তজ্জন্য আমরা এই পুস্তকে ক্রমানুয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন, তৎপরে শৈবীসম্পাদকের উত্তর, তৎপরে আমাদের লিখিত প্রমান সহ প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিলাম।

সংশয়-নিরাস।

প্রথম ব্যবস্থা।

পণ্ডিতপ্রবর সাধকাগ্রগণ্য—
৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন
লিখিত।

প্রথম ব্যবস্থা।

প্রশ্নকর্ত্তা— আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সভ্যগণ।

উত্তরদাতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়।

প্রত্যুত্তরদাতা—পণ্ডিত ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন।

১ প্রশ্ন।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র অন্যান্য তন্ত্রের ন্যায় প্রমাণ কি না?

উত্তর।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রমাণ কি না, এ বিষয়ে তান্ত্রিক আচার্য্য সম্প্রদায়ের বিশেষ সন্দেহ। উক্ত সন্দেহের যাহা কিছু কারণ, তাহাও সহজে পরিহার্য্য নহে।

১ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। সমুদায় তন্ত্রই শিববাক্য। সমুদায় তন্ত্রের আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। ইহার মধ্যে কোন তন্ত্রে সন্দেহ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব প্রশ্নকর্ত্তা তন্ত্র-বিশেষে সন্দেহ করিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। প্রমাণ যথা নির্ব্বাণতন্ত্রে। "শব্দব্রহ্মস্বরূপঞ্চ মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতং। সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যো যদি মুক্তিং সমিচ্ছতি। সন্দেহাৎ পরমং যাতি রৌরবং পিতৃভিঃ সহ॥" ইতি —।

ফলতঃ ভারতবর্ষ তিন খণ্ডে বিভক্ত। বিষ্ণুক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা ও রথক্রান্তা। বিষ্ণুক্রান্তায় চৌষট্টিখানি, অশ্বক্রান্তায় চৌষট্টিখানি ও রথক্রান্তায় চৌষট্টিখানি তন্ত্র বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা বিষ্ণুক্রান্তাতে বাস করিতেছি। বিষ্ণুক্রান্তার সীমা যথা—"বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য যাবচ্চট্টলদেশতঃ। বিষ্ণুক্রান্তেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবৈনিষেবিতা॥" পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দুই পার্শ্বে সমসূত্র স্থান, উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পূর্ব্ব-সীমা, দক্ষিণে সমুদ্র, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন প্রদেশকে বিষ্ণুক্রান্তা বলে। এই বিষ্ণুক্রান্তাতে নিত্যাতন্ত্র, চামুণ্ডাতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র, মুণ্ডমালাতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, কামধেনুতন্ত্র, যামল প্রভৃতি চৌষট্টিখানি তন্ত্র বিশেষ আদরণীয়। মহিষমৰ্দ্দিনীতন্ত্র, মহানিৰ্ব্বাণতন্ত্র, মহানীলতন্ত্র, মেরুতন্ত্র, রামকেশ্বরতন্ত্র, প্রভৃতি ১২৮ খানি তন্ত্রের মধ্যে ৬৪ খানি অশ্বক্রান্তাতে এবং ৬৪ খানি

রথক্রান্তাতে সবিশেষ সমাদরণীয়। অশ্বক্রান্তা বা রথক্রান্তার তন্ত্র যে বিষ্ণুক্রান্তার অগ্রাহ্য হইবে, এমত নহে। পরন্তু যে স্থলে অশ্বক্রান্তার সহিত বিষ্ণুক্রান্তার বিরোধ অর্থাৎ বিষ্ণুক্রান্তাতে একপ্রকার বিধি দিতেছেন, অশ্বক্রান্তাতে তাহার বিপরীত, সে স্থলে আমরা অশ্বক্রান্তার বিধানানুসারে না চলিয়া বিষ্ণুক্রান্তার বিধানানুসারেই কার্য্য করিব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিজ-ক্রান্তার অবিরুদ্ধ অংশ সমুদায় শিববাক্য বলিয়া আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইব। পরন্তু ব্রহ্মমন্ত্র সর্ব্বত্রই সমান আদৃত।

পঞ্চাশ ষাইট বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে কোন মহাত্মা অবধূতের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, কুলার্ণব বিষ্ণুক্রান্তার তন্ত্র। তাহাতে ব্রহ্মমন্ত্র আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অশ্বক্রান্তার তন্ত্র। তাহাতেও ব্রহ্মমন্ত্র রহিয়াছে। অতএব বিষ্ণুক্রান্তার পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তিরা নিজক্রান্তার ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া মহানির্ব্বাণোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হন কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত প্রায় একশত ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত, কুলাবধূত ও শৈবাবধূতের সমাগম হয়। এই সভাস্থলে আমার নিত্যারাধ্য-চরণযুগল পরমগুরুদেবও উপস্থিত ছিলেন। অনেক প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনের পর মীমাংসা হয় যে, কুলার্ণবোক্ত মন্ত্র দ্বারা সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম লক্ষিত হন। মহানির্ব্বাণোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়া থাকেন; সুতরাং উভয়বিধ ব্রহ্মমন্ত্রে পরস্পর বিরোধ নাই। বীরভাব যখন দিব্যভাবের দ্বারস্বরূপ এবং দিব্যভাবে যখন নির্গুণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিতে হইবে, তখন প্রথম হইতেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। নির্গুণ পরম-ব্রহ্মের মন্ত্র যখন বিষ্ণুক্রান্তাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, তখন অন্যক্রান্তার তন্ত্র হইতে উহা গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরন্তু যিনি স্থূল অধিকারী অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানে অসমর্থ হইবেন, তাদৃশ শিষ্যকে গুরু কুলার্ণবোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহা গুরূপদেশসাপেক্ষ। ইহা সাধারণে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। *

২ প্রশ্ন।—যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-দেশে উক্ত তন্ত্রানুসারে উপাসনাদি বিহিত কি না?

উত্তর।—নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ হইলে, তবে তদনুসারে উপাসনাদি বিহিত কি না,

* অস্মৎ-সংকলিত "মহানির্ব্বাণতন্ত্রের" তৃতীয় উল্লাস টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহার বিচার প্রয়োজন হইত। প্রমাণ পক্ষেই যখন সন্দেহ, তখন তদনুসারে উপাসনাদির ব্যবস্থা হইবে কিরূপে? প্রমাণ বিষয়ে এরূপ সন্দেহ না থাকিলে, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রমতে দীক্ষিত বংশ বঙ্গদেশে দেখা যাইত। বঙ্গদেশে কেন, কোন দেশেই কোন সাধু-সন্ন্যাসী সাধক-পরম্পরাতেই মহানির্ব্বাণতন্ত্র মতে দীক্ষা, অভিষেক ইত্যাদি কোন কার্য্যানুষ্ঠানই প্রচলিত নাই। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের অন্যতম কারণ। তবে মহানির্ব্বাণের মত যে যে স্থানে অন্যান্য তন্ত্রের মতের সহিত কোনরূপ বিসদৃশ নহে, তাহাকে অন্ততঃ মহাজনপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই।

২ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। ১ম প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেই বলা হইয়াছে যে মহানির্ব্বাণের যে সমুদায় অংশ বিষ্ণুক্রান্তার অবিরুদ্ধ, তদনুসারে আমরা অবশ্যই কার্য করিব। যে বিষয় বিষ্ণুক্রান্তাতে উল্লিখিত হয় নাই, তদনুসারেও আমরা কার্য্য করিব; পরন্তু মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বিষ্ণুক্রান্তার বিরুদ্ধ কোন অংশই দেখিতে পাই না; সুতরাং মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ই আমরা অবাধে পালন করিব। অনেক প্রামাণিক সংগ্রহকার মহানির্ব্বাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র যদি শিবকৃত না হইত, তাহা হইলে সংগ্রহকার মহাত্মারা কখনই তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন না। বিশেষতঃ বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহার নিজকৃত তন্ত্রতত্ত্বে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে শিবকৃত তন্ত্র বলিয়া ভক্তিভাবে তাহা হইতে বহুসংখ্যক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই তাঁহার তন্ত্রতত্ত্ব গ্রন্থের অস্থি-মজ্জা-স্বরূপ। বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহার নিজকৃত তন্ত্রতত্ত্বের ১০। ১২৬। ১২৭। ১২৮। ১২৯। ১৩০। ১৩২। ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৭৫ হইতে ১৮৮ পর্যন্ত। ২০০। ৫৬২। ৭১৪। ৭৪০। ২৭৮। ৩৬৫। ৩৬৭। ৩৬৮। ৩৬৯ হইতে ৩৭৪ পর্যন্ত পৃষ্ঠায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে শিবকৃত প্রকৃত তন্ত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি ১০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন "ঈশ্বরের উক্তি"। ১২৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেবীর প্রতি সদাশিবের উক্তি"। ২০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিচার করিয়া সিদ্ধান্তবাক্যে বলিয়াছেন "শাস্ত্র দেবতার আজ্ঞা" এবং ঐ স্থলে বলিয়াছেন "শাস্ত্রের (মহানির্ব্বাণতন্ত্রের) বক্তা সর্ব্বান্তর্যামী মায়াতীত ভগবান, শ্রোত্রী নিখিলমায়ার অধীশ্বরী মহেশ্বরী"। ২৭৮ পৃষ্ঠায় ঐ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রমাণ তুলিয়া বলিয়াছেন "যাঁহার তন্ত্র তিনি বলিয়াছেন"। ৩৭৮ পৃষ্ঠায় (মহানির্ব্বাণ)

"তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার মহেশ্বর-মুখনির্গত বলিয়া বিফল হইবে না" অর্থাৎ এই কলিযুগে কেবল বৈদিক বা পৌরাণিক মন্ত্র হইলে বিফল হইবে। ৩৭৩ পৃষ্ঠায় "ত্রৈলোক্য-কল্যাণনিধান ভগবানের এই সকল আজ্ঞা অনুসারে"। এতদ্ব্যতীত বিদ্যার্ণব মহাশয় তন্ত্রতত্ত্বের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় শতাধিক তন্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি শিবকৃত মূলতন্ত্র ও কতকগুলি সংগ্রহ। সেই শিবকৃত মূল তন্ত্রের অষ্টমস্থানে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এক্ষণে কি বলি? তন্ত্র-তত্ত্বকার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহানির্ব্বাণের বিদ্বেষী হইয়া এই ব্যবস্থার উত্তরে যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র শিবকৃত কি না সন্দেহ করিবেন, তাহা অসম্ভব। আমাদের বোধ হয়, কোন তন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি এই ব্যবস্থার উত্তর লিখিয়া বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নাম দিয়া তাঁহার নির্ম্মল নাম কলুষিত করিয়াছে।

পূর্ণাভিষেকের সময় সন্ন্যাস দেওয়া হয় ও ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা করা হয়। অবধূত মাত্রেই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত। এই ব্রহ্মমন্ত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্রে একপ্রকার ও কুলার্ণব তন্ত্রে এক প্রকার আছে। পূর্ণাভিষিক্ত অর্থাৎ অবধূতদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মহানির্ব্বাণোক্ত ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত, একজন মাত্র কুলার্ণবোক্ত ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত। হিমালয় অবধি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত নানাপ্রদেশীয় বোধ হয় পঞ্চসহস্র অবধূতের সহিত আমাদের বিশেষ সমাগম হইয়াছে। এক জনের সহিত সমাগম হইলে তৎ-সম্প্রদায়ের সমুদায় ব্যক্তিরই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমুদায় সংবাদ পাওয়া যায়। অবধূতেরা আভ্যন্তরীণ সংবাদ না লইয়া পরস্পর মিলিত হন না। সাংসারিক ব্যক্তি একথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। না বুঝুন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অবধূতের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মহানির্ব্বাণোক্ত ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত। মহানির্ব্বাণে আর একটি মন্ত্র আছে, তাহা মহাকালীর মন্ত্র। তন্ত্রসারোক্ত মহাকালীর মন্ত্রে দীক্ষীত ব্যক্তি যেমন বিরল, মহানির্ব্বাণোক্ত মহাকালীর মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিও সেইরূপ বিরল; পরন্তু আমি মহানির্ব্বাণোক্ত মহাকালী মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিও দেখিয়াছি। চামুণ্ডা-মন্ত্রে কোন বংশেই পুরুষানুক্রমে দীক্ষা নাই, ইহা বলিয়া কি চামুণ্ডাতন্ত্র অপ্রামাণিক হইবে?

কোন সময় কোন স্থানে ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানাদেশীয় গুপ্ত অবধূত ব্যক্ত অবধূত ও সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। ইহাদের সকলের সংস্কার তন্ত্রানুসারে প্রকৃত-

রূপে হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষাকার্য্যে আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব নিযুক্ত ছিলেন। এই পরীক্ষাকালে আমিও শ্রীশ্রীগুরুদেবের সন্নিহিত থাকিতাম। গুরুদেব যে সমুদায় প্রশ্ন করিতেন, তন্মধ্যে চারি পাঁচটি প্রশ্ন প্রায় সকল অবধূতের প্রতিই করা হইত। ঐ ৪। ৫ টি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, "আপনি পাদুকামন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র পাইয়াছেন কি না? এবং কোন তন্ত্র অনুসারে ব্রহ্মমন্ত্র পাইয়াছেন? ইহাতে জানিতে পারিতাম, কৃচিৎ দুই এক জন ব্যতীত প্রায় সকলেই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র সন্দেহের একটি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রানুসারে দীক্ষা নাই। একথা কোন কার্য্যকারক নহে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি পর্ণাভিষিকের সময় মহানির্ব্বাণ অনুসারে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন। আর একটী গুরুতর বৃথা-সন্দেহের কারণ এই যে, মহানির্ব্বাণপ্রারম্ভে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগের বর্ণনা কালে অতীতবৎ ব্যবহার করা হইয়াছে। কলিযুগ উপস্থিত বলা হইতেছে। ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই কলিযুগেই প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ইহা যখন কলিযুগে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন ইহা শিবকৃত নহে মনুষ্যকৃত; নতুবা কলিযুগের মনুষ্য কিরূপে শিবের নিকট তন্ত্র পাইল? এরূপ সন্দেহও অকিঞ্চিৎকর। যদি এইবার মাত্র প্রথম কলিযুগ হইত, তাহা হইলে এরূপ সন্দেহ স্থলপ্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে ব্রহ্মার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহার একদিনে এক সহস্র কলিযুগ অতীত হয়। এক বৎসরে ৩৬৫০০০ কলিযুগ অতীত হয়। ৫০ বৎসরে কত কলিযুগ অতীত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করুন। আমাদের বিবেচনায় শ্বেতবরাহ কল্প বা আদি কল্প আরম্ভের সময় প্রথম কলিযুগে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ইহাও যদি বিশ্বাস না করেন, আপনাদের মত অব্যাহত রাখিয়া অন্যপ্রকার বলিতেছি।

প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানি তন্ত্র নির্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু পরেও অনেক তন্ত্র প্রণীত হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্র বহুকাল পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্র অল্প দিন পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে; কোন কোন তন্ত্র হইতেছে; কোন কোন তন্ত্র ভবিষ্যতে প্রণীত হইবে। এতৎসমুদায়ই শিববাক্য। কৈলাসে ভগবতী প্রশ্ন করিতেছেন, সদাশিব বলিতেছেন এবং গণেশ তাহা লিখিয়া লইতেছেন। একখানি তন্ত্র সম্পূর্ণ

হইলে শিবের আজ্ঞানুসারে গণেশ তাহা লইয়া কোন পর্ব্বতগুহাবাসী অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন সম্পূর্ণ সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট সমর্পণ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সদাশিবের আজ্ঞাক্রমে ইহা ভূমণ্ডলে প্রচার কর। সিদ্ধপুরুষ, শিবের আজ্ঞানুসারে সাধকসম্প্রদায়ের নিকট তাহা প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ সময়ে সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র ভূমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। এই গুহ্য বিষয় যদিও আমরা সিদ্ধপুরুষের নিকট শ্রুত হইয়াছি, তথাপি সাধারণের বোধের নিমিত্ত একটি প্রমাণ দিতেছি, যথা গায়ত্রীতন্ত্রে,--

শিব উবাচ।

লম্বোদর মহাভাগ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইদং মহাসুসন্দর্ভং মম বক্ত্রাদ্বিনির্গতং॥
নির্গতং পাবর্বতীবক্ত্রাৎ তন্ত্রং পরমদুর্ল্লভং।
বিলিখ্য বহুযত্নেন গচ্ছ সিদ্ধাশ্রমং সুত॥
যত্র তিষ্ঠন্তি মুনয়ো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
অণিমাদিগুণৈর্যুক্তাঃ শীঘ্রং ত্বং ভব মে সুত।
ইত্যাদি। ততঃ—

গচ্ছ পুত্র মহাবাহো তন্ত্রমাদায় সত্বরং।
সিদ্ধাশ্রমং বনং রম্যং যথেন্দ্রস্য চ নন্দনং।
প্রণম্য প্রযযৌ শীঘ্রং তন্ত্রমাদায় তদ্বনম্॥

ইত্যুপক্রম্য, মুনের্বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা তৎ তন্ত্রং মুনয়ে দদৌ।

এবং তন্ত্রাণি সর্ব্বাণি বিলিখ্য বিনিবেদয়েৎ॥ ইত্যাদি।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে অভিষেক নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। আমরা মহানির্ব্বাণ মতে অভিষিক্ত অনেক অবধূত দেখাইয়া দিতে পারি। এই ব্যবস্থা লিখিবার সময় আমরা শ্রুত হইলাম ৺হরিনাথ মজুমদার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসভার সভ্য ছিলেন। পরে তিনি সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কিছুদিন সাধন করেন। অনন্তর তিনি কুলদানন্দের নিকট অর্থাৎ বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পিতার নিকট মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে মহাকালী মন্ত্রে ও ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সাধনকার্য্যে উন্নতি লাভ করেন। পরে ঐ হরিনাথ মজুমদারের যখন মৃত্যু হয়, তখন সেই মৃতদেহ দেখিয়া 'শ্মশানে কাঙ্গাল'

নামক পুস্তকে উক্ত বিদ্যার্ণব মহাশয় যে শোক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তৃতীয় পৃষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা ;—

"একদিন দাদা ব্রাহ্মধর্ম্মে, ব্যথা পেয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে, বলেছিলে কি কুকর্ম্ম করেছি পাপসঙ্গ ধরি। সেইদিন প্রতিজ্ঞা করি, গুরুদত্ত মন্ত্র ধরি, সাধক বিজয়কৃষ্ণে উত্তর-সাধক করি; হলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে মহানির্ব্বাণ অধিকারী"।

"মহানির্ব্বাণ আচারভেদে, ইচ্ছা যে দিন হয় অভেদে, সাকার নিরাকার তত্ত্বে একত্ব দর্শন করি। সে দিন আবার গুরুপদে, বরিলে কুলদানন্দে, কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বে ডুবলে তুমি কুলানন্দে, সেদিন বলেছিলে কুলাচারে আর কি কুলের ভয় করি"।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পিতা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে মহাকালী মন্ত্রে ও ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা ও পূর্ণাভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যার্ণব মহাশয়ের অবিদিত ছিল না; তবে এক্ষণে তিনি কিরূপে বলেন যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে দীক্ষা বা অভিষেক কোথাও নাই? বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পিতা যে, পূর্ণাভি-ষিক্ত পণ্ডিত ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাহা ঐ 'শ্মশানে কাঙ্গাল' পুস্তকে উক্ত বিদ্যার্ণব মহাশয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি বলিতে পারিবেন না যে, অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন দৈবাৎ মহানির্ব্বাণ মতে দীক্ষা ও অভিষেক হইয়া গিয়াছে।

৩য় প্রশ্ন। তন্ত্রে পশ্বাচার প্রভৃতি যে সপ্ত প্রকার আচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধক স্বেচ্ছানুসারে উহার যে কোন আচারে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যাদি করিতে পারেন? অথবা পর্ব্ব পর্ব্ব আচারে উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী আচারপরম্পরায় ক্রমশঃ প্রবৃত্ত হইবেন?

উত্তর। সাধক স্বেচ্ছানুসারে কোন আচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচারে উত্তীর্ণ না হইলে পরবর্ত্তী আচারে অধিকারই জন্মে না, ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা। তবে সাধক বিশেষে, দেবতা বিশেষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে সকল গুরুগম্যতত্ত্ব, সাধারণ ব্যবস্থায় উল্লেখ করা অবৈধ।

৩য় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। তন্ত্রে প্রধানতঃ পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব, এই তিনটি ভাব নির্দ্দিষ্ট আছে। পশুভাব তামসিক ও অধম। বীরভাব রাজসিক ও মধ্যম। দিব্যভাব সাত্ত্বিক ও উত্তম। প্রমাণ যথা— নিত্যাতন্ত্রে।

উত্তমো দিব্যভাবশ্চ বীরভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমঃ পশুভাবশ্চ দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ইতি

তথা ভৈরবযামলে।

দিব্যাস্তু সাত্ত্বিকা বোধ্যা বীরা রাজসবিগ্রহাঃ।
পশবস্তামসাঃ সৌম্য কৌলভাবাস্ত্রিধা মতাঃ ॥ ইতি

প্রথমতঃ পশুভাবে তামসিক সাধন করিয়া পশ্চাৎ রাজসিক বীরভাব আশ্রয় করিতে হয় এবং বীরভাবে সাধন করিতে করিতে সাত্ত্বিক দিব্যভাবে উপনীত হইতে পারা যায়। যিনি অজ্ঞানপাশে বদ্ধ, তাঁহাকেই পশু বলা যায়। যিনি বলপূর্ব্বক সেই অজ্ঞানপাশ ছেদন করিতেছেন, তাঁহাকেই বীর বলা যায়। যিনি অজ্ঞানপাশ হইতে অর্থাৎ অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে দিব্যভাবাপন্ন বলা হইয়া থাকে। পশুর ভেদজ্ঞান, বীরের ভেদাভেদ জ্ঞান, দিব্যের অভেদ জ্ঞান, হইয়া থাকে। পশুর উপাস্য দেবমূর্ত্তি। বীরের উপাস্য পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেবমূর্ত্তি। দিব্যের উপাস্য নিত্য নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম। প্রথম পশুভাব, পরে বীরভাব, শেষে দিব্যভাব। যেমন পুষ্প, ফল ও বীজ। যেমন দুগ্ধ, নবনীত ও ঘৃত। যেমন সংকল্প, কার্য্য ও দক্ষিণা, এইরূপ ভাবত্রয় পরস্পর সাপেক্ষ। পশুভাবে ভূমিকর্ষণ, বীরভাবে শস্যোৎপাদন, দিব্যভাবে ফলভোগ। পশুভাবে শরীর ও চিত্ত সংস্কার, বীরভাবে উপাসনা, দিব্যভাবে দেবতা দর্শন। এই সমুদায় দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব পরস্পর সাপেক্ষ। ইহার প্রমাণ যথা—বিশ্বসারতন্ত্রে।

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি ত্রিবিধং ভাবলক্ষণং।
আদৌ পশুস্ততো বীরশ্চরমো দিব্য উচ্যতে ॥
জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোরভেদো হি দিব্যভাবে উদাহৃতঃ ॥
ভেদাভেদবিদো বীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং ক্রমঃ প্রিয়ে।
পশুভাবঃ সোপরমো বীরভাবাববোধকঃ ॥
দিব্যাববোধকো বীর-ভাবঃ সোপরমস্তথা।
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥
যথা পুষ্পং ফলঞ্চৈব বীজঞ্চেতি কুলেশ্বরি।

যথা দুগ্ধং নবনীতং ঘৃতঞ্চেতি মহেশ্বরি।
যথা সংকল্প-কার্য্যে চ দক্ষিণা চেতি সুন্দরি।
তথা ভাবত্রয়ং জ্ঞেয়ম্ উত্তরারম্ভসাধনম্ ॥
অতএব মহেশানি বীরাণাং কারণং পশুঃ।
দিব্যানাং বীরভাবশ্চ—॥ ইত্যাদি।

যদি সপ্তবিধ আচারের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সপ্তাচার বলিতেছি যথা।--বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। ইহার মধ্যে বেদাচার প্রভৃতি আচারচতুষ্টয় পশুভাবে প্রতিষ্ঠিত। বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার বীরভাবে ও দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে বীরভাব সাধন অবস্থা ও দিব্যভাব সিদ্ধ অবস্থা। মহানির্ব্বাণ প্রভৃতি তন্ত্রে দক্ষিণাচার বীরভাবে স্থাপিত করা হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের মধ্যবর্ত্তী। কোন কোন তন্ত্রে বলা হইয়াছে, দক্ষিণাচার বীরভাবের দ্বারস্বরূপ। প্রমাণ যথা—বিশ্বসারতন্ত্রে।

আচারাঃ সপ্ত বেদাদ্যাস্তেষু ভাবেষু সংস্থিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারাঃ দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

এক্ষণে সপ্ত আচারের লক্ষণ কথিত হইতেছে যথা—বিশ্বসারতন্ত্রে।

বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় গুরুং নত্বা তু নামভিঃ ॥
আনন্দনাথশব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ দেশিকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ ॥
প্রজপ্য বাগ্‌ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্।
মূলমন্ত্রং প্রজপ্যাথ বহির্গত্বা বরাননে ॥
মলমূত্রং পরিত্যাজ্য স্নাত্বা তু পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ ॥
অপাবৃতশরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ।
রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্নকে ॥
ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ।

মৎস্যং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু ॥
যদন্যদ্বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়ততৎপরঃ ॥ ১ ॥

অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্ভীতির্ন বর্ত্ততে ॥
বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়ততৎপরঃ ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্ ।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ ॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ।
তপঃকষ্টাতিশয্যেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া ।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে শৈবাচারং সুদুর্ল্লভং ।
বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ ॥
তদ্বিশেষো মহেশানি পশুহিংসাবিবর্জ্জনম্ ।
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
তোষয়েদ্বক্তুবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্ ।
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ ॥
সিধ্যত্যাশু মহেশানি শৈবাচারনিষেবণাৎ ।
অতস্তাভ্যাং পরো ধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ ॥
দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিণানুষ্ঠিতোঽসৌ যতঃ প্রিয়ে ।
অতএব মহেশানি দক্ষিণাচার উচ্যতে ॥
প্রবর্ত্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ ।
অতাভ্যাং কুলেশানি শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ ॥
বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে ।
পাতালভবনে বাপি গিরৌ বা দীর্ঘিকাতটে ॥

শক্তিক্ষেত্রে মহাপীঠে বিল্বমূলে শিবালয়ে।
ধাত্রীবৃক্ষতলেঽশ্বত্থ-মূলে চৈব তয়োস্তলে।
সমাশ্রিত্য মহাশঙ্খমালাং সিদ্ধিপদং ব্রজেৎ ॥ ৪ ॥

বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যং শ্রুত্বৈব মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্বীরসাধনম্ ॥
স এব ধন্যো লোকেঽস্মিন্ পূজ্যো মান্যঃ সুরৈরপি।
কিমন্যৈঃ সাধকৈর্দ্দেবি স বীরো ভুবি দুর্লভঃ ॥
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্বামাচারগতৌ প্রিয়ে।
অতো বামপথং দেবি গোপয়েন্মাতৃজারবৎ ॥ ৫ ॥

অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি প্রপদ্যতে ॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
দেব্যা প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্বিশোধিতম্।
সেবেত সাধকো দেবি পশুশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ ॥
সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্ত-পানদোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিংস্তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ ॥
অশ্বমেধক্রতৌ বাজি-হত্যাদোষো ন জায়তে।
অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি পশূন্ হিংসন্ন দুষ্যতি ॥
কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্।
বিহরেদ্ভুবি দেবেশি সাক্ষাদ্ভৈরবরূপধৃক্ ॥
শঙ্কাত্যাগাদ্ব্যক্তভাবাত্তথৈব সত্যসেবানাৎ।
বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয় ।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা ॥

দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ ।

ন কোঽপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে ॥

কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ ।

কৌলঃ পজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো ন হি ॥

কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে ।

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে ।

ন ভেদো যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ ॥

চিন্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমান্ ।

দয়াধৃতিক্ষমাযুক্তঃ স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ম্ ।

ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ ॥

যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ ।

সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥

জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ ।

আরুরুক্ষুর্জ্ঞানভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতো মতঃ ॥

করিপাদে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে প্রাণিপদা যথা ।

কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ ইতি—

উক্ত বেদাচার প্রভৃতি সপ্তবিধ আচারের মধ্যে প্রথম আচারে উত্তীর্ণ হইয়া যে পরবর্ত্তী আচারে গমন করিতে হয়, এমত নহে। পরন্তু যিনি পশুভাবাপন্ন, তিনি আপনার সামর্থ্য অনুসারে গুরুর অনুমতিক্রমে, হয় বেদাচারে, না হয় বৈষ্ণবাচারে, না হয় শৈবাচারে সাধন করিয়া থাকেন। পরে যখন শাক্তাভিষেক হয়, তখন সকলেই দক্ষিণাচারে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পরে যখন পূর্ণাভিষেক হয়, তখন ঐ দক্ষিণাচারীরা নিজ সামর্থ্য অনুসারে গুরুর আদেশক্রমে, হয় বামাচারে না হয় সিদ্ধান্তাচারে, না হয় কৌলাচারে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু সাধকবিশেষে বা দেবতাবিশেষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

৪র্থ প্রশ্ন ।—কৌলধর্ম্মের অধিকারী কে ?

উত্তর। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, জুগুপ্সা, কুল, শীল, সম্পত্তি, এই অষ্টপাশ-বন্ধন হইতে যিনি মুক্তির ইচ্ছুক, যথাশাস্ত্র গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পশ্বাচার হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ আচার বামাচার পর্য্যন্ত সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়া অন্ততঃ মধ্যমাসিদ্ধি পর্য্যন্ত যিনি লাভ করিয়াছেন, ঈদৃশ পূর্ণবিবেক বৈরাগ্যসম্পন্ন মহাপুরুষই কৌলধর্ম্মের অধিকারী।

৪র্থ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—কৌলই কৌলধর্ম্মের অধিকারী। এক্ষণে কৌল কাহার নাম জিজ্ঞাসা হইতে পারে। কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে যথা—

কুলং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ অকুলন্তু মহেশ্বরঃ।
কুলাকুলস্য তত্ত্বজ্ঞঃ কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥

কুল শব্দে কুণ্ডলিনী শক্তি, অকুল শব্দে পরমশিব। যিনি কুল ও অকুলের তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহাকেই কৌল বলা যায়। তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যথা।

ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তৎকুলে নিরতো যো হি কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহাকেই কৌল বলা যায়। পূর্ণাভিষেকের সময় ব্রহ্মমন্ত্র দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত লোকে পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বিবেচনা করিয়া কৌল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যদি কোন পশুভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহাকেও উক্ত লক্ষণানুসারে কৌল বলা যায়। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কি পশু, কি বীর, কি দিব্যভাবাপন্ন, সকলেই কৌলধর্ম্মের অধিকারী। পরন্তু কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে।—

পূর্ণাভিষেকহীনো যঃ কৌলিকো ম্রিয়তে যদি।
পিশাচত্বমবাপ্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥

পূর্ণাভিষেকহীন কৌলের মৃত্যু হইলে চিরকাল পিশাচ হইয়া থাকিতে হয়। অতএব পশুভাবাপন্ন ব্যক্তির কৌলধর্ম্মাশ্রয়ে দোষ দৃষ্ট হইতেছে। নতুবা কৌল হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে সকলেই অধিকারী। কৌলের আচার কি, তাহা তৃতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সপ্তবিধ আচারের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এক্ষণে তাহার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

এক্ষণে কৌলাচার বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই কৌলাচার জ্ঞাত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে শিবস্বরূপ হইতে পারে। এ আচারে দিক্, কাল বা বিধিনিষেধের কোন নিয়ম নাই। কৌলই সকলের সাক্ষাৎ গুরু, কৌলই সাক্ষাৎ সদাশিব, কৌল সকলের পূজ্যতম, কৌল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক জগতে নাই। এই কৌলগণের মধ্যে যাঁহার কর্দ্দমে বা চন্দনে, পুত্রমিত্র বা শক্রুতে, প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ে, শ্মশানে বা ভবনে' কাঞ্চনে বা তৃণে ভেদজ্ঞান নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠতম কৌল। যিনি আপনাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান চিন্তা করেন, যাঁহার সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, যিনি দয়া, ধৃতি ও ক্ষমাযুক্ত, তিনিও কৌলশ্রেষ্ঠ। যিনি সর্ব্বভূতে বিভু অব্যয় পরমাত্মার অধিষ্ঠান দেখেন এবং পরমাত্মাতেই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান দেখিতে পান, তিনিই কৌলশ্রেষ্ঠ। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সমাহিত হৃদয়ে পরমব্রহ্মের ধ্যান করেন এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ইষ্টদেবতার সাধন করিতে থাকেন, তিনি মধ্যম কৌল। যিনি বীরাচার-পরায়ণ হইয়া জপ, পূজা ও হোমে রত থাকেন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অভিলাষী হয়েন, তাঁহাকে প্রাকৃত কৌল বলা যায়। যেমন সমুদায় জীবের পদচিহ্ন হস্তিপদচিহ্নের অন্তর্ব্বর্তী হয়, সেইরূপ সমুদায় ধর্ম্মই কুলধর্ম্মের অন্তর্গত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচিন্তা না করিয়া কেবল আপনার ইষ্টচিন্তা করেন তাহা হইলেও কুলধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের একটি শাখা অবলম্বন করা হয়।

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং ক্রোধো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥

যিনি অষ্টপাশে বদ্ধ আছেন, তিনিই জীব, যিনি এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। ফলতঃ পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিরা উক্ত অষ্টপাশে বদ্ধ। যাঁহারা বীরভাবাপন্ন তাঁহারা ঐ অজ্ঞানপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আর পশু বলিতে পারা যায় না।

৫ প্রশ্ন।—পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের অবস্থা কি?

উত্তর।—পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের আন্তরিক অবস্থা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। বাহ্য অবস্থা যাহা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশই গুরুগম্য, সাধারণ ব্যবস্থায় তাহার উল্লেখও অবৈধ। তবে দুই একটী উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা—পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে গৃহে অবস্থান ও শ্মশানে

অবস্থান দুইই সমান হইবে অর্থাৎ তিনি শ্মশানকেও গৃহ বলিয়া মনে করিবেন, গৃহকেও শ্মশান বলিয়া জানিবেন। স্ত্রী পুত্রাদির মায়া মমতায় অনাসক্ত থাকিবেন। দিবারাত্রি ভেদে জপ, যজ্ঞ, স্তবপাঠ, পূজা-বলি, ধ্যান-ধারণা-সমাধি প্রভৃতি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব নিজ সাধনানুষ্ঠান ভিন্ন কি দিবা কি রাত্রি, ইহার কোন সময়েই অন্য কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে লিপ্ত হইবেন না। সাধারণ জন-সমাজের সংস্রব হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। নিয়ত গৃহাবস্থায়ী হইলে কেবল লোকমর্য্যাদা রক্ষার জন্য কাষায় অথবা রক্ত কৌপীন ধারণ করিবেন, শ্মশানবাসী হইলে দিগম্বর হইবেন। কেশচ্ছেদন বা কেশমুণ্ডন ও কেশবন্ধন তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কেশজাল নিয়ত মুক্ত আলম্বিত অযত্নবিন্যস্ত অথবা জটা জালে পরিণত হইবে। নিয়মিতরূপে নখ শ্মশ্রু লোমাদিও তাঁহার অপরিত্যাজ্য। কৌলের সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনলিপ্ত অথবা ভস্মভূষিত হইবে। রুদ্রাক্ষ, অস্থিমালা, ত্রিশূল, ডমরু, ত্রিশিখ, বীণা ও নরকপাল ইত্যাদি নিয়ত ধারণ করিবেন। নিরন্তর নিজ ইষ্ট দেবতার ধ্যানানন্দপ্রবাহে নিমগ্ন ও ভৈরব-ভাবাবেশে আবিষ্ট থাকিবেন, অন্ততঃ বাহ্যলক্ষণেও যাঁহাতে এই সকল দৃশ্য পরিলক্ষিত না হয়; তাঁহার অবস্থা, পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের অবস্থা, ইহা শাস্ত্রানুসারে স্বীকার করা যায় না।

৫ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদিও সপ্ত আচারবর্ণনে কিছু কিছু প্রকারান্তরে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তথাপি তাহা আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিব না। পরন্তু বাহ্য অবস্থামাত্র বলিতেছি। প্রথম ব্রহ্মমন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত। দ্বিতীয় শক্তিমন্ত্রে বা অন্য পুংদেবতা মন্ত্রে অভিষিক্ত। তাঁহারা অভিষেক কালে আর অন্য দেবতামন্ত্র প্রাপ্ত হন না। যাঁহারা পুংদেবতা বা স্ত্রীদেবতা মন্ত্রে অভিষিক্ত, তাঁহারা অভিষেকের পরক্ষণেই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। এই সমুদায় পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি অবধূত-পদবাচ্য। ব্রহ্মমন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি যদি অভিষেকের পর সংসারে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গুপ্ত অবধূত ও ব্রহ্মাবধূত বলা যায়। এই ব্রহ্মাবধূত, শিখা সূত্র প্রভৃতি জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিয়া সংসারমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক দেবদেবীর পূজা পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিয়া লোকাচার রক্ষা করেন। সাধারণ লোকে ইহাকে অবধূত বলিয়াই জানিতে পারে না। ইহার আচার, পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করিবেন না। পরন্তু মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে।

যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করেন ও শিখা, সূত্র প্রভৃতি জাতীয় চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধান পূর্ব্বক তীর্থে, পর্ব্বতে, অরণ্যে বা যে কোন স্থানে ভ্রমণ করেন, সংসারে পুনঃ প্রবেশ করেন না, তাঁহাকে ব্যক্ত ব্রহ্মাবধূত অথবা হংসাবধূত বলা যায়। ইঁহার নিয়ম অতীব কঠোর। ইনি স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শ বা ধাতুদ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন না। ইনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বা ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন।

শক্তিমন্ত্রে ও পুংদেবতামন্ত্রে অভিষিক্ত অবধূতও দুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত অবধূতকে কুলাবধূত বলা যায়। এই কুলাবধূত, জাতীয় চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক সংসারে অবস্থিতি করিয়া দেবদেবীর পূজা পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংসারীর কর্ত্তব্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য সমুদায়ই করেন। মনে মনে গোপনে ব্রহ্মসাধন করিতে থাকেন। ইনি কুলাচার গোপনে সর্ব্বদা যত্নবান হন। ইনি ধর্ম্মের অবিরোধে লোকাচার প্রতিপালন করেন। পরন্তু এই অব্যক্ত অবধূতের যদি পত্নী না থাকে, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছানুসারে ব্যক্তরূপী হইয়া গৈরিক বসন বা কৌপীন বহির্ব্বাস ত্রিশূল প্রভৃতি ধারণ করিয়া তীর্থে ও পীঠস্থানে ভ্রমণ করিতে পারেন এবং ইচ্ছা হইলে এই কুলাবধূত অন্য কোন স্ত্রীকে শৈববিবাহে বিবাহ করিয়া সঙ্গে রাখিতে পারেন। পরন্তু আপন হইতে উচ্চজাতীয়া কন্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ।

শক্তিমন্ত্রে বা অন্য কোন দেবতামন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া যাঁহারা সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন এবং শিখাসূত্র প্রভৃতি জাতীয় চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন করেন, তাঁহাদিগকে ব্যক্ত অবধূত এবং শৈবাবধূত ও পরমহংস বলা যায়। ইঁহারা ধাতু পরিগ্রহ করিতে এবং শৈববিবাহে শক্তি গ্রহণ করিতে পারেন। তান্ত্রিক পরমহংসের আচার ব্যবহার অনেকেই জ্ঞাত আছেন। পরন্তু কুলাবধূত ও শৈবাবধূতদিগের মধ্যে যাঁহাদের চীনক্রম, তাঁহাদের বামে শক্তি না থাকিলে পূজাই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং তাঁহাদের পত্নী না থাকিলে শৈববিবাহে অন্যশক্তি গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহাদের নীলক্রম তাঁহারা বামে শক্তি না থাকিলেও একাকী পূজাদি করিতে পারেন, সুতরাং শৈববিবাহে পরশক্তি গ্রহণে তাঁহাদের অধিকার নাই।

ফল কথা পূর্ণাভিষিক্ত অর্থাৎ অবধূত চারি প্রকার। ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত, কুলাবধূত ও শৈবাবধূত। শৈবাবধূত ও হংসাবধূত পরমহংস পদবাচ্য। এই

চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে যাঁহারা গুপ্ত অবধূত অথবা যাঁহারা সংসারে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বাহ্য চিহ্ন কাহারও দেখিতে পাইবেন না। কেবল কেহ কেহ কাষায় বসন পরিধান, রুদ্রাক্ষধারণ ও জটাধারণ করেন মাত্র। অব্যক্ত অবধূতেরা অভ্যন্তরে যে কার্য্য করেন, তাহা কেহ জানিবার চেষ্টা করিবেন না, বুঝিতেও পারিবেন না। পরন্তু যাঁহারা ব্যক্ত অবধূত অথবা সংসারত্যাগী, তাঁহাদের শরীরে ত্রিশূল প্রভৃতি অনেক চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। এ স্থলে ইহাও স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে, পূর্ণাভিষিক্ত বীরের সাধন অবস্থা। যখন তাঁহারা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহাদের শ্মশানে বা গৃহে, বিষ্ঠা বা চন্দনে সমজ্ঞান হইবে। তখন তাঁহাদিগকে দিব্যভাবাপন্ন বলা যাইবে। নতুবা অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবামাত্র কেহ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, অনেক কাল সাধন অপেক্ষা করে। যাহা হউক সদাশিবের অনেক গুপ্ত কথা অগত্যা প্রকাশ করিয়া আমি অপরাধী হইলাম। সদাশিব কুলার্ণবে বলিয়াছেন।

কুলধর্ম্মপ্রসঙ্গঞ্চ পশূনাং পুরতঃ প্রিয়ে।
কদাচিন্নৈব কুর্ব্বীত শূদ্রাগ্রে বেদপাঠবৎ ॥
কুলদ্রব্যাদিকং দেবি ন বদেৎ পশুসন্নিধৌ।
যথা রক্ষতি চৌরেভ্যো ধনধান্যমজাদিকম্।
কুলধর্ম্মং তথা দেবি পশুভ্যঃ পরিবারয়েৎ ॥
অন্তঃকৌলা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ।
কুলং সংগোপয়েদ্দেবি নারিকেলফলাম্বুবৎ ॥
কুলধর্ম্মমিমং দেবি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
গোপয়েচ্চ প্রযত্নেন জননীজারবৎ প্রিয়ে ॥
বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥
সুগুপ্তকৌলিকাচারান্ অনুগচ্ছন্তি দেবতাঃ।
বাঞ্ছাসিদ্ধিমবাপ্নোতি নাশয়ন্তি প্রকাশকান্ ॥ ইত্যাদি

৬ প্রশ্ন।—পূর্ণাভিষেকের পর জাতিভেদ আছে কি না?

উত্তর।—পূর্ণাভিষেকের পর পরমার্থতঃ কাহারও জাতিভেদ নাই। কারণ জাতি-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই পূর্ণাভিষেক। তবে গৃহস্থ পূর্ণাভিষিক্তের পক্ষে

বিশেষ এই যে, লৌকিক আচার উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মদৃষ্টান্তে সাধারণ সমাজে বুদ্ধিভেদ করিয়া দেওয়া তাঁহার বিহিত নহে। এইজন্য নিজ সাধনানুষ্ঠানের প্রকাশে সাধারণ সমাজের যাহাতে আচারভঙ্গ না হয় তাহাই করিবেন, কিন্তু আত্মসাধনার ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে প্রকাশ্যেও তিনি জাতিভেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন।

৬ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—অবধূতগণের মধ্যে যাঁহারা গুপ্তাচারী, তাঁহারা বীরভাবের সময় অর্থাৎ সাধন অবস্থায় লোকাচার অনুসারে অবশ্যই জাতি মানিয়া চলিবেন। কারণ তাঁহারা তৎকালে অষ্টপাশ বা তদন্তর্গত জাতিবন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা ব্যক্ত অবধূত বা দিব্যভাবাপন্ন, তাঁহারা অষ্টপাশ মুক্ত হইলেও অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্য লোকাচারানুসারে জাতিভেদ মানিয়া চলেন। যাঁহাদের ভেদজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কারণ তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য কিছুই নাই। এই ত বাহ্য লক্ষণ কহিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভ্যান্তরের সংবাদ কিছুই দিব না।

৭ প্রশ্ন।—সাংসারিক শূদ্র পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া স্বয়ং শালগ্রামশিলা পূজা, প্রণবোচ্চারণ ও হোম ইত্যাদি করিতে পারেন কি না? এবং ঐরূপে শূদ্রস্পৃষ্ট শালগ্রামশিলাকে ব্রাহ্মণ পূজা করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন কি না?

উত্তর।—শূদ্রই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন, সাংসারিকই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন, পূর্ণাভিষেকে সাধক যখন জাতি-গোত্র-বিনির্ম্মুক্ত এবং জীবত্ব হইতে শিবত্বে পরিণত হয়েন, তখন তিনি শালগ্রামশিলা পূজা, প্রণবোচ্চারণ, হোম ইত্যাদির বিধি নিষেধের অতীত অবস্থায় উপস্থিত; সুতরাং তাঁহার পূজিত শালগ্রামশিলা কখনও শূদ্রস্পৃষ্ট হইতে পারেন না এবং উক্ত শালগ্রামশিলা পূজা করিলে ব্রাহ্মণও প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না; কিন্তু পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের লক্ষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে যাহা উল্লিখিত হইল, তিনি যদি ঐ সকল লক্ষণে লক্ষিত অর্থাৎ অষ্টপাশবিনির্ম্মুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষিক্ত হইলেও তিনি তাঁহার সেই পূর্ব্ব জাতিসম্পন্ন শূদ্রত্ববিশিষ্ট যে শূদ্র সেই শূদ্রই রহিয়াছেন, সে অবস্থায় স্বয়ং শালগ্রামশিলা পূজা, প্রণবোচ্চারণ ও হোম ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিলে শাস্ত্রানুসারে তিনি চণ্ডালত্বে পরিণত হইবেন এবং

ঐরূপে সেই চণ্ডালপূজিত শালগ্রামশিলা পূজা করিলে, ব্রাহ্মণও অবশ্যই প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।

৭ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—পূর্ণাভিষিক্ত শূদ্র যে শালগ্রাম পূজাদি করিতে পারে, তাহার প্রমাণ সহ ব্যবস্থা এই পুস্তকের শেষাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ণাভিষিক্ত হইলেই যে তৎক্ষণাৎ অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত হইবে এরূপ অসম্ভব। সাধন করিতে করিতে বীরভাবাপন্ন ব্যক্তি যখন অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত হইবেন, তখন তাঁহাকে আর বীরভাবাপন্ন বলা যাইবে না, দিব্যভাবাপন্ন বলিতে হইবে। দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তির বাহ্য পূজা তিরোহিত হইবে। তখন তিনি বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হইবেন। মহানির্ব্বাণে কথিত আছে।

পূর্ণাভিষেকবিধিনাঽবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ॥

পূর্ণাভিষেক দ্বারা যে অবধূত-আশ্রম গ্রহণ, তাহাই কলিযুগের সন্ন্যাস। কলিযুগে অন্যপ্রকার সন্ন্যাস নাই। পূর্ণাভিষেকের পরক্ষণেই গুরু শিষ্যকে দণ্ড, কমণ্ডলু কৌপীন, বহির্ব্বাস প্রভৃতি সন্ন্যাসীর সজ্জা দেন এবং ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা করিয়া সন্ন্যাসোপযোগী গোত্র ও নাম দিয়া পূর্ব্বকার নাম, গোত্র ও জাতি রহিত করেন। সেই সময়েই গুরু শিষ্যকে প্রণব উচ্চারণ প্রভৃতির অধিকার দেন। সেই দিন হইতেই শিষ্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাস অনুসারে প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভেই 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করেন। এমন কি সেই পূর্ণাভিষেকের দক্ষিণান্ত করিবার সময় শিষ্য শূদ্রজাতীয় হইলেও 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বগোত্র ও পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎকালে গুরুদত্ত নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি অষ্টপাশ মুক্ত না হইলে যদি পূর্ণাভিষেকের কার্য্যাধিকার না পান, তাহা হইলে ত তিনি অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত না হওয়াতে বীরসাধনও করিতে পারেন না। বীরসাধন না হইলে দিব্যভাবও আসিতে পারে না, অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত হইতেও পারা যায় না। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে যে, আমি সাঁতার না শিখিয়া জলে নামিব না, তাহা হইলে একথাও বলা যাইতে পারে যে অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত না হইলে পূর্ণাভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে না। ফল কথা অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত না হইলে যে পূর্ণাভিষেক সিদ্ধ হয় না এ কথা কোন তন্ত্রে নাই। পূর্ণাভিষেক হইবামাত্র শূদ্রেরা ব্রাহ্মণতুল্য হয়, তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

৮ প্রশ্ন।—ব্রাহ্মণ, শূদ্রকুমারীতে কুমারীপূজা করিতে পারেন কিনা? এবং এইরূপ পূজা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে তিনি ঐ কুমারীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন কিনা? যদি প্রসাদ গ্রহণ করেন শাস্ত্রতঃ তিনি জাতি-ভ্রষ্ট বা প্রায়শ্চিত্তার্হ কি না?

উত্তর।—কুমারীপূজার স্থলে পূজ্য ও পূজকের এইরূপ জাতিভেদ লইয়া আন্দোলন করাও পাপ বিশেষ। ব্রাহ্মণের নিজ ব্রাহ্মণত্বজাতির অভিমান যতদিন আছে, ততদিন তাঁহার পক্ষে যথাশাস্ত্র কুমারীপূজা বিহিত নহে। কারণ, কুমারীপূজায় জাতিভেদ করিলে কিম্বা হীনজাতির কন্যা বলিয়া মনে কোনরূপ সন্দেহ করিলে তাঁহার নরক হইতে নিবৃত্তি নাই, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। সর্ব্বজাতিসমুদ্ভবা কন্যামাত্রেই জগদম্বার অভেদবুদ্ধিতে উপাসনা করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আজ্ঞা। ব্রাহ্মণের কন্যাই হউন আর চণ্ডালের কন্যাই হউন, উভয় দেহই সেই সচ্চিদানন্দময়ীর পূজার আধার বা যন্ত্রবিশেষ। পূজাও যাঁহার, প্রসাদও তাঁহার; সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সাধক কখনও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারেন না। কারণ, কুমারীপূজা করিয়া তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবার বহুপূর্ব্বে তাঁহার জাতি আপনিই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে তাঁহার কুমারীপূজার অধিকার জন্মিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ প্রসাদ গ্রহণে যদি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, তাহা হইলে সেই প্রায়শ্চিত্ত জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় আবার কি হইবে, তাহা যে ভাবিতেও ভয়ঙ্কর।

পূজক ও পূজা যথাশাস্ত্র হইলে তাহারই ব্যবস্থা এই, আর অশাস্ত্রীয় পূজা হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের অভিমান রাখিয়া কিম্বা কুমারীর জাতিবিচার করিয়া যাঁহারা কুমারীর পূজা করেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ কুমারীপূজাই আদৌ যখন শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, তখন সেস্থলে একতঃ অবৈধ অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়তঃ কুমারীতে ইষ্টদেবতার ভেদজ্ঞান বশতঃই তাঁহাদের নরক অব্যাহত, তারপর আবার ঐরূপ ভেদজ্ঞান রাখিয়া মুখে প্রসাদ বলিয়া কার্য্যতঃ উচ্ছিষ্টজ্ঞান করিয়া তাহা ভোজন করিলে যে, জাতিভ্রষ্ট ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন' তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৮ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।— কি পশু, কি বীর, কি দিব্য, সকলেই সর্ব্বজাতীয় অর্থাৎ নিতান্ত নীচজাতীয় কন্যা হইলেও ভগবতী বোধে পূজা করিতে পারেন। নীচজাতীয় কন্যা বলিয়া ঘৃণা করিলে পাপভাগী হইতে হয়, ইহার প্রমাণ দ্বিতীয় ব্যবস্থায় আছে।

কুমারীর প্রতি দেবতা জ্ঞানে যাঁহার ভক্তি হইবে, তিনি ইচ্ছা হইলে নীচজাতীয় কুমারীর প্রসাদও লইতে পারেন, তাহাতে জাতিচ্যুত হইতে হয় না। ভক্তি না হইলে প্রসাদ লইবারও আবশ্যক নাই। কুমারীর প্রসাদ লইতেই হইবে এমন বিধি কোন তন্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

৯ প্রশ্ন।—পূর্ণাভিষিক্ত শূদ্রের গৃহে পশ্বাচার ব্রাহ্মণ, পূজার উপকরণাদি প্রস্তুত বা স্পর্শ করিলে ঐ সকল উপকরণাদির দ্বারা দেবতার পূজা হইতে পারে কি না?

উত্তর। শূদ্র পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে লক্ষিত যথাশাস্ত্র পূর্ণাভিষিক্ত হইলে পশ্বাচার ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট দ্রব্যাদির দ্বারা পূজা করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। অন্যথা নিষিদ্ধ নহে।

৯ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—যথাশাস্ত্র পূর্ণাভিষিক্ত শূদ্র, পশ্বাচারী ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি শোধন করিয়া তদ্দ্বারা অবাধে পূজাদি করিতে পারেন। অশোধিত দ্রব্যে পূজা করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

১০ প্রশ্ন।—কোন্ প্রকার লোক দ্বারা পূর্ণাভিষিক্ত হওয়া উচিত?

উত্তর। পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে শিষ্যের অবস্থা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাঁহার গুরু কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

১০ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—যে প্রকার গুণসম্পন্ন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাদৃশ ব্যক্তি যদি বীর বা দিব্যভাবাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা পূর্ণাভিষিক্ত হইতে পারা যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে।

গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদন্যোনাবধূতেন তৎ সর্ব্বং কারয়েৎ সুধীঃ॥

মন্ত্রদাতা গুরু যদি অধিকারী না হন অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন অবধূতের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইবে। কিরূপ অবধূত পূর্ণাভিষেকের গুরু হইতে পারিবেন, তাহার প্রমাণ যথা তন্ত্রসারে।

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

আগমসংহিতায়াং।

উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ ইতি।

কুলচূড়ামণৌ।

উদাসীনো হ্যদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনাং।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥
যো বেত্তা সচ্চিদানন্দং হরেদিন্দ্রিয়জং সুখম্।
সেব্যাস্তে গুরবঃ শিষ্যৈরন্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ॥

তথা। ক্ষুধিতস্য যথা তুষ্টিরাহারাদ্দৃশ্যতে যথা।
তথোপদেশমাত্রেণ জ্ঞানদো দুর্ল্লভো গুরুঃ॥

১১ প্রশ্ন।—শূদ্রের তন্ত্রশাস্ত্র পাঠে অধিকার আছে কিনা?

উত্তর। শূদ্র যথাশাস্ত্র পূর্ণাভিষিক্ত হইলে তাঁহার অধিকার আছে।

১২ প্রশ্ন।—মহানির্ব্বাণের মতে শ্রাদ্ধ করিলে সে শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে কি না?

উত্তর।—মহানির্ব্বাণের মতে শ্রাদ্ধ বলিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কোন বিধিপদ্ধতি নাই। সাধারণতঃ শ্রাদ্ধাদির বিধিপদ্ধতি যাহা আছে, মহানির্ব্বাণও তাহাই করিতে বলিয়াছেন, তবে আর মহানির্ব্বাণের মতে শ্রাদ্ধ বলিয়া একটা স্বতন্ত্রতা কি? তবে যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে পুণ্য বই পাপ নাই। তাহাতে আর শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে কেন? বরং অতিরিক্তরূপে সম্পন্ন হইবার কথা।

১২ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। মহানির্ব্বাণ মতে বা অন্য তন্ত্রমতে শ্রাদ্ধ না করিয়া স্মৃতিবিধানমতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যার্ণব মহাশয়ও তন্ত্রতত্ত্বে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, তন্ত্রানুসারে এক্ষণে দশকর্ম্ম না করিলে পণ্ড হইবে। তান্ত্রিক শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও দশবিধ সংস্কারপদ্ধতি ছাপা হইয়াছে। তাহার অবতরণিকা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, অতঃপর, অন্ততঃ আর তিন বৎসর পরে তন্ত্র অনুসারে শ্রাদ্ধ না করিলে তাহা পণ্ড হইবে। ইহার প্রমাণ সেই স্থলেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩ প্রশ্ন।—বীরগুরুলাভের পর পশুগুরুর বা গুরুবংশের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য ?

উত্তর।—বীর গুরুলাভের পর বলিয়া যদিও বিশেষ ব্যবস্থা কিছু শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি শাস্ত্রের সাধারণ আজ্ঞা এই যে, পশ্বাচারে মন্ত্র প্রদান করিলে গুরুকুলে দশপুরুষ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা, বীরাচারে মন্ত্র প্রদান করিলে গুরুকুলে পঞ্চবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত, তন্মধ্যে আবার মহাবিদ্যাবিষয়ে মন্ত্র প্রদান করিলে পঞ্চাশৎ পুরুষ পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মযোগ প্রদানে অর্থাৎ পূর্ণ কৌলজ্ঞান প্রদান করিলে, শতপুরুষ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা।

১৩ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।—বীরভাবাপন্ন বা দিব্যভাবাপন্ন গুরুর নিকট অভিষেকের পর পশুভাবাপন্ন দীক্ষাগুরুতে আর গুরুত্ব থাকে না। যিনি সর্ব্বশেষে শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, ষড়াম্নায়দীক্ষা, অথবা পূর্ণদীক্ষা করিবেন, তাঁহাকেই গুরুস্বরূপ ভাবনা করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পশু, বীর বা দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি যদি শিষ্যের সাম্রাজ্যদীক্ষা প্রভৃতি উচ্চদীক্ষা করিয়া দিতে অনধিকারী হন, তাহা হইলে শিষ্য তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অধিকারী গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারেন। পূর্ব্বকার গুরুকে আর তাঁহারা গুরু বলিয়া পূজা করিবেন না। কিন্তু একজন পূজ্য ব্যক্তি বলিয়া সম্মান করিতে হইবে। পূর্ব্বকার গুরুতে যখন গুরুত্বই থাকিল না, তখন গুরুবংশের তাদৃশ গৌরব থাকিবার সম্ভাবনা কি ? প্রমাণ যথা কামাখ্যাতন্ত্রে।—

জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাদ্ জ্ঞানং পরাৎপরম্।
অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেদ্ গুরুম্ ॥
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নং হি যথা সংত্যজতি প্রিয়ে।
জ্ঞানং যত্র সমাভাতি স গুরুঃ শিব এব হি ॥
অজ্ঞানিনং বজ্জায়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ।
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ ॥
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোগু র্বন্তরং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ পশুগুরুস্ত্যাজ্যঃ সধেকৈঃ সর্ব্বদা প্রিয়ে।

দশোদীক্ষাধমা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গবিঘাতিনী।
যদি দৈবাৎ দশোর্ব্বিদ্যাং লভতে শক্তিমান্নরঃ ॥
কৌলাত্তু কৌলিকীং প্রার্থ্য তন্মনুং পুনরালভেৎ।
পূর্ব্বোক্তদোষযুক্তশ্চেৎ দিব্যো বা বীর এব বা ॥
তয়োরপি ন কর্ত্তব্যা শিষ্যেণ গুরুভাবনা।
কিন্তু কার্য্যং হিতৈষিত্বং গুরুতাকল্পনং ত্যজেৎ ॥ ইতি।

ফলতঃ যিনি মৃন্ময় দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গৃহে স্থাপন করেন এবং কিছুকাল পরে কোন কারণ বশতঃ ঐ প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া সেই স্থলে নূতন একখানি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি বিসর্জ্জিত প্রতিমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, ঐ বিসর্জ্জিত গুরুর প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন; বিসর্জ্জিত প্রতিমাকে যেমন আর পূর্ব্বের মত পূজাদ্রব্য দেওয়া হয় না, বিসর্জ্জিত গুরুও সেইরূপ আর পূর্ব্বের ন্যায় গুরুর প্রাপ্য কিছুই পাইতে পারেন না।

কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে।—

পূর্ণাভিষেককর্ত্তা যো গুরুস্তস্যৈব পাদুকাঃ।
পূজনীয়া মহেশানি বহুত্বেঽপি ন সংশয়ঃ ॥ ইতি।

———

নিত্যারাধ্যচরণকমল—
শ্রীল শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারস্য সম্মত্যা
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যেণ
লিখিতা
প্রত্যুত্তরাবলীরূপা ব্যবস্থা।

১লা মাঘ, ১৩০৩ সাল

দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

গত ৪ঠা শ্রাবণের বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীরামপুর কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত সীতাপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত............ ...... সরকার, গুরু জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের উপদেশে স্বহস্তে শালগ্রাম পূজা করেন এবং নিজ কন্যাকে কুমারী পূজাও করান হয়। সরকার মহাশয় কায়স্থ। এ কর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত নহে।" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

—ঃ ○ ঃ—

সীতাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু.........সরকার মহাশয় স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও তাঁহার গুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে নিজ কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করাইয়া থাকেন। বঙ্গবাসী সম্পাদকের বিবেচনায় এ কার্য্য শাস্ত্র-সঙ্গত হয় নাই।

শাস্ত্র অনুসারে সকল জাতীয় কুমারীই ভগবতীর পূজার যন্ত্রবিশেষ। সকল কুমারীতেই ভগবতীর অধিষ্ঠান। কি ব্রাহ্মণ-কুমারী, কি কায়স্থ কুমারী, কি চণ্ডালকুমারী, সর্ব্বজাতীয় কুমারীকেই সাক্ষাৎ দেবতা বোধে ভক্তিভাবে পূজা করা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সামান্য জাতির কর্ত্তব্য। কুমারীপূজায় জাতিবিচার করিলে অথবা নীচজাতীয়া কুমারীকে ঘৃণা করিলে নিরয়গামী হইতে হয়; ইহাই শাস্ত্রের আজ্ঞা। প্রমাণ যথা,—

যোগিনীতন্ত্রে,—

> জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ কুমারীপূজনে শিবে।
> জাতিভেদান্মহেশানি নরকান্ন নিবর্ত্ততে॥
> বিচিকিৎসাপরো মন্ত্রী ধ্রুবং স পাতকী ভবেৎ।
> দেবীবুদ্ধ্যা মহাভক্তস্তস্মাৎ তাং পরিপূজয়েৎ॥ ইতি।

অর্থাৎ কুমারীপূজায় জাতিবিচার করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি জাতিবিচার করেন, তাঁহাকে চিরকালের জন্য নরকস্থ হইতে হয়। যিনি কুমারীকে নীচজাতীয়া বলিয়া ঘৃণা করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাতকগ্রস্থ হয়েন; অতএব ভক্ত সাধকের কর্ত্তব্য এই যে সর্ব্বজাতীয় কুমারীকেই সাক্ষাৎ দেবীবোধে পূজা করেন। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে—

> সংস্কৃতাসংস্কৃতা বাপি হীনজাত্যুদ্ভবা তথা।
> নমস্যা সাধকেন্দ্রাণাং কুলীনানাং পরার্চ্চনে॥ ইতি।

কুমারী সংস্কৃতাই হউন বা অসংস্কৃতাই হউন, অথবা নীচজাতীয়াই হউন, কুলনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে সকল কুমারীই পূজায় প্রশস্ত ও নমস্য। রুদ্রযামলে কথিত আছে।—

নটীকন্যাং হীনকন্যাং তথা কাপালিকন্যকাং।
শূদ্রকন্যাং বৈদ্যকন্যাং তথা বনিককন্যকাং॥
চণ্ডালকন্যকাং বাপি যত্র কুলাশ্রমেস্থিতাং।
সুহৃদ্বর্গস্য কন্যাঞ্চ সমানীয় প্রযত্নতঃ।
পূজয়েৎ পরমানন্দৈরাত্মধ্যানপরায়ণঃ॥ ইতি।

নটীকন্যা, হীনজাতীয় কন্যা, কাপালিককন্যা শূদ্রকন্যা, বৈদ্যকন্যা, বণিক্ কন্যা, চণ্ডালকন্যা অথবা যে কোন জাতির কন্যা কিম্বা আত্মীয় স্বজনের কন্যা আনয়ন করিয়া পরমানন্দে পরমযত্ন সহকারে ইষ্টদেবতা বোধে পূজা করিবে। যামলে আছে, যথা,—

কুমারীপূজনে চৈব জাতিমাত্রং ন চিন্তয়েৎ।
অশেষকুলসম্পন্নাং নানাজাতিসমুদ্ভবাং।
নানাদেশোদ্ভবাং বাপি সগুণাগুণসংযুতাম্॥ ইত্যাদি।

কুমারী পূজায় কোনক্রমেই জাতিবিচার করিবে না। কুমারী যে কোন কুলে সমুৎপন্না হউন, যে কোন জাতিতে বা যে কোন দেশেই জন্ম পরিগ্রহ করুন, গুণবতী হউন বা গুণহীনাই হউন, অবাধে পূজা করিবে।

পরন্তু যদি বেশ্যার কন্যা অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তির কন্যা কুমারীরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বেশ্যাকুমারীপূজায় বিশিষ্টরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। প্রমাণ যথা, যোগিনীতন্ত্রে,—

যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি বেশ্যাকুলসমুদ্ভবাং।
কুমারীং লভতে কান্তে সর্ব্বস্বেনাপি সাধকঃ॥
যত্নতঃ পূজয়েৎ তান্তু স্বর্ণরৌপ্যাদিভির্মুদা।
তদা তস্য মহাসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি সৌভাগ্যক্রমে বেশ্যাগর্ভসম্ভূত কুমারী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সাধক সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সুবর্ণ-রৌপ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। এইরূপ কুমারী পূজা করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেশ্যাকুমারী দুষ্প্রাপ্য এবং বেশ্যাকুমারী পূজায় মহাফল। ফলতঃ এখানে বেশ্যাশব্দে বারবনিতা নহে, বেশ্যাশব্দে ভগবতীর পরিচারিকা ও পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি। ইহার প্রমাণ গুপ্তসাধন তন্ত্রে ও নিরুত্তরতন্ত্রে যথা,—

কুলমার্গে প্রবৃত্তা যা সা বেশ্যা মোক্ষদায়িনী।
এবংবিধা ভবেদ্ বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে॥ ইতি।

কুলমার্গে প্রবৃত্তা শক্তি অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিই বেশ্যা শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকেন। বেশ্যা শব্দে বারবনিতা নহে। প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার সময় যে বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা আবশ্যক হয়, সে স্থলে অনেকে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন বারবনিতাদ্বারের অপবিত্র মৃত্তিকা আনিয়া দেবতার অভিষেকাদি সাধন করেন, পরন্তু বাস্তবিক এইরূপ বেশ্যার (পূর্ণাভিষিক্তা শক্তির) দ্বারের মৃত্তিকা দ্বারাই প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা করা তন্ত্রের উদ্দেশ্য। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

কুমারীভ্যো বলিং দত্ত্বা কুলজাভ্যো বিশেষতঃ॥ ইত্যাদি।

পূজাকালে কুমারীপূজা করিবে। তন্মধ্যে কুলজা অর্থাৎ কৌলকন্যা যদি কুমারী হন, তাহা হইলে তাদৃশ কুমারীপূজায় বিশেষরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ণাভিষিক্তার কন্যারূপ কুমারী সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য, তাদৃশ কুমারীপূজা করিলে সর্ব্বোচ্চ ফল লাভ হয় এবং এইরূপ কুমারী পাইলে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে হইবে।

......সরকার মহাশয় পূর্ণাভিষিক্ত এবং তাঁহার পত্নীও পূর্ণাভিষিক্তা! ইঁহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কুলপথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সুতরাং অন্যান্য কুমারী অপেক্ষা ইঁহাদের কন্যা যে কুমারীপূজায় সবিশেষ আদরণীয় ও সকলের প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সরকার মহাশয় নিজ কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করাইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই, প্রত্যুত তিনি সদাশিবের আজ্ঞা পালন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

———

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—দ্বিতীয় অংশ।

শ্রীযুক্ত বাবু.........সরকার মহাশয় নিজগুরুর আদেশে স্বহস্তে শালগ্রাম পূজা করেন, তিনি জাতিতে কায়স্থ। বঙ্গবাসী সম্পাদকের বিবেচনায় একার্য্যও শাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই।

আমরা সবিশেষ জ্ঞাত আছি, কায়স্থজাতিমাত্রই যে শালগ্রাম পূজা করিবে, এরূপ বিধি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কাহাকেও দেন নাই। সরকার মহাশয় গুরুর সম্মতি লইয়া যে শালগ্রাম পূজা করেন, তাহার অন্য কারণ আছে। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ও গুপ্তসন্ন্যাস হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণের কার্য্য সমুদায়ে অধিকারী হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে ব্রাহ্মনের সদৃশ। এক্ষণে তাঁহার প্রণব উচ্চারণে ও শালগ্রাম পূজায় অধিকার জন্মিয়াছে। প্রমাণ যথা, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে,—

> ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ।
> তস্মাৎ সর্ব্বে পূজয়েয়ুর্ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা হইলে ব্রাহ্মণেরা যতিস্বরূপ ও অন্যান্য জাতীয়েরা ব্রাহ্মণসদৃশ হয়েন। কামাখ্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

> অভিষিক্তঃ শিবঃ সাক্ষাৎ অভিষিক্তো হি কৌলিকঃ।
> স এব ব্রাহ্মণো ধন্যো দেবী-দেব-পরায়ণঃ॥ ইতি।

যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কৌল, তিনিই সাক্ষাৎ শিব এবং তিনিই প্রশস্ত ব্রাহ্মণ। ভৈরবতন্ত্রে আছে,—

> বেদমাতৃজপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে।
> ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

তথা চ মহাভারতে অজগরপ্রশ্নে,—

> জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
> বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এই দুই বচন দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কেহই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ-বাচ্য হইতে পারেন না। সরকার মহাশয় যখন ব্রহ্মমন্ত্রে

দীক্ষিত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণতুল্য ও ব্রাহ্মণানুষ্ঠানে অধিকারী হইবার বাধা কি ? তথা চ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে,—

শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চাণ্ডালজাতীয় কোন ব্যক্তি যদি কুলজ্ঞানী অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সরকার মহাশয় কুলজ্ঞানী সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণের সমকক্ষ এবং শালগ্রাম পূজাদিতে অধিকারী। মুণ্ডমালা-তন্ত্রে ৭ম পটলে আছে,—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরেব চ জাতিভিঃ।
কুলমার্গপ্রভাবেণ কর্ত্তব্যং জপপূজনং ॥
যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণা দেবি সর্ব্বে শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ শঙ্করাশ্চণ্ডি ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ণাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এমন কি পূর্ণাভিষিক্ত শাক্তমাত্রই ব্রাহ্মণসদৃশ এবং যাঁহারা পূর্ণাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, তাঁহারা শিবতুল্য। অতএব সরকার মহাশয় ব্রাহ্মণের ন্যায় শালগ্রামপূজাদিও করিতে পারেন এবং তাঁহার গুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপদেশ দেন নাই।

উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে পঞ্চনদ, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, এই চতুঃসীমা-বচ্ছিন্ন মহাপ্রদেশের মধ্যে নানাদেশবাসী অন্যূন পঞ্চ সহস্র অবধূত বা সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে। তাঁহাদের আচার-ব্যবহারও আমরা জ্ঞাত আছি। তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রণব উচ্চারণ করিতে পারেন না অথবা শালগ্রাম পূজায় অধিকারী নহেন, এমত এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাই নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে যে ব্যক্তির যে সময়ে অবধূতসংস্কার হইয়াছে, তিনি সেই সময়েই গুরুর নিকট ব্রাহ্মণের সদৃশ বেদমন্ত্রাদি পাঠে ও সমুদায় দেবদেবী পূজায় অধিকার পাইয়াছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আন্দুলাধিপতি রাজা বিজয়কেশব প্রভৃতি সুবিখ্যাত মহাত্মাগণ কায়স্থজাতীয় হইয়াও পূর্ণাভিষেকসংস্কারবলে বহুসংখ্যক বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ

সমক্ষে স্বহস্তে শালগ্রাম পূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে অনেক বিচক্ষণ কায়স্থ পূর্ণাভিষেকের পর বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও শালগ্রামপূজা করিয়া আসিতেছেন।

———

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যদিও কায়স্থের প্রতি শালগ্রাম পূজা করিতে বিধি দেন নাই এবং যদিও সেই মতই আমাদের শিরোধার্য্য, তথাপি যখন কায়স্থের শালগ্রামপূজাধিকারের কথা উঠিয়াছে, তখন প্রমাণপ্রয়োগপ্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাস্থাপন করিতেছি যে, সৎশূদ্র অর্থাৎ কায়স্থ প্রভৃতি জাতি 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রের প্রণব পরিত্যাগ করিয়া সপ্তাক্ষর মন্ত্রদ্বারা অথবা প্রণবের পরিবর্ত্তে দীর্ঘপ্রণব দিয়া ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা শালগ্রাম পূজা করিতে পারেন। প্রমাণ যথা স্কন্দপুরাণে,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য-সৎশূদ্রাণাং যথাবিধি।
শালগ্রামাধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সৎশূদ্র, ইঁহারা শালগ্রাম পূজায় অধিকারী, অন্য কেহ শালগ্রাম পূজায় অধিকারী নহে। এস্থলে শূদ্রের বিশেষণ যে সৎশব্দ আছে, তাহার অর্থ যথা, ভগবদ্গীতা, ১৭শ অধ্যায়ে,—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সদ্ভাব, শাস্ত্রসঙ্গত প্রশস্ত কর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে স্থিতি এবং তৎপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান সৎশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং যে সকল শূদ্র সদ্ভাব, সাধুভাব ও শাস্ত্রসঙ্গত প্রশস্ত কর্ম্মপরায়ণ এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়াতে আসক্ত, তাঁহাদিগকেই পুরুষানুক্রমে সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। কায়স্থেরা যে সৎশূদ্র, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না। এইরূপ সমুদায় সৎশূদ্রের অর্থাৎ বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণজাতি কায়স্থাদির শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। তথা পদ্মপুরাণে ২০শ অধ্যায়ে,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যাঃ শূদ্রো বেদপথে স্থিতঃ।
শালগ্রামং পূজয়িত্বা গৃহস্থো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ইতি।

ইহার মর্ম এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বেদপথস্থিত শূদ্র, ইহারা যদি গৃহস্থ হয়েন, তাহা হইলে শালগ্রাম পূজা করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবেন। ইহাতেও দৃষ্ট হইতেছে যে, বেদপথস্থিত শূদ্র ও সৎশূদ্র একই কথা, পৃথক নহে। পদ্মপুরাণে অন্যস্থলে কথিত হইয়াছে,—

বিষ্ণুভক্তৈর্বৈষ্ণবৈশ্চ গোব্রাহ্মণহিতে রতৈঃ।
শালগ্রামশিলাচক্রং পূজনীয়ং সদা মুনে॥ ইতি।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অথবা বিষ্ণুভক্ত, তিনি যদি গোব্রাহ্মণহিতপরায়ণ হন, তাহা হইলে প্রতিদিনই শালগ্রাম শিলা পূজা করিবেন। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গোব্রাহ্মণে ভক্তিযুক্ত বিষ্ণুভক্ত শূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে।

পরন্তু যে সমুদায় বচনে শূদ্রের শালগ্রাম পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সৎশূদ্র ভিন্ন অন্যশূদ্রের পক্ষে। ফল কথা, বিধিবচন দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতেছে যে, সৎশূদ্র কায়স্থ প্রভৃতি শালগ্রাম পূজা করিতে পারিবেন। নিষেধ বচন দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতেছে যে সৎশূদ্র ব্যতীত অন্য সাধারণ শূদ্র শালগ্রাম পূজা বা স্পর্শও করিতে পারিবে না।

কোন কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক শূদ্রই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের মধ্যে যাঁহাদের ভেক লওয়া অর্থাৎ একপ্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নীচজাতীয় হইলেও অষ্টাক্ষর মন্ত্রে শালগ্রাম পূজা করেন।

ইতি। ৭ই শ্রাবণ, সন ১৩০৩ সাল।

সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রথমখণ্ড অর্থাৎ
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারের—

অবতরণিকা।

এই কলিযুগে দেবারাধনা, দশবিধ সংস্কার, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, সমুদায় কর্ম্মই তন্ত্র অনুসারে করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বেদ বা স্মৃতি অনুসারে উক্ত সমুদায় কার্য্য করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রমাণ যথা—

মনুঃ।—অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুসারতঃ॥ তথা কুব্জিকাতন্ত্রে তারাপ্রদীপে চ প্রথমপটলে।—আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥ কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্মতঃ॥ ইতি। পুরশ্চরণরসোল্লাসে। তন্ত্রোক্তং ধ্যানমন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ। বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে। ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ভারতে কলৌ॥ ইতি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দ্বিতীয়োল্লাসে। বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥ ৮॥ কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ ১৪॥ নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব *॥ ১৫॥ পাঞ্চালিকা যথা

---

* যে সমুদায় বেদমন্ত্র সত্য, ত্রেতা, বা দ্বাপর যুগে সফল হইত, এক্ষণে তাহা সফল হয় না, ইহার কারণ কি? তাহা লিখিতে হইলে অনেক বিস্তৃত হইয়া উঠে, অতএব যাঁহার ইহা জানিবার ইচ্ছা, তিনি শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ সমেত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন, সমুদায় সংশয় দূর হইবে। মূলের শ্লোকসমুদায়ের অনুবাদও তাহাতে পাইবেন। অতঃপর যেখানে যেখানে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পৃষ্ঠাঙ্ক ও পত্রাঙ্ক উল্লিখিত হইবে, সেই সেই স্থানেই উল্লিখিত বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার কৃত টিপ্পনী ও অনুবাদ সহিত উক্ত সটীক মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বুঝিতে হইবে।

ভিক্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ। অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ অন্য-মন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১৭ ॥ কল্লাবন্যাদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবী-তীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮ ॥ নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে। যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০ ॥ ইতি। মাতৃকাভেদতন্ত্রে একাদশ-পটলে। বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং মন্ত্রং ন যোজয়েৎ কলৌ। এবং কূপাদিদানেষু কর্ত্তব্যং পরমেশ্বরি ॥ ইতি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্থোল্লাসে। সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতং ॥ ৮৪ ॥ দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণং। ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ॥ ৮৫ ॥ জাতকর্ম্ম তথা নামচূড়াকরণমেব চ। মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতং ॥ ৮৬ ॥ তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ। যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭ ॥ বাপীকূপতড়া-গানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ। গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা ॥ ৮৮ ॥ দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ। ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ॥ ৮৯ ॥ কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ। ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥৯০॥ ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা। বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥৯১॥ যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ। যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯২ ॥ প্রবৃদ্ধে কলিকালে তু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে। যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ * ৯৪ ॥ ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ। স যাতি নরকং ঘোরং

* সদাশিবের অভিপ্রায় এই যে, কলি প্রবল হইলে যিনি তন্ত্রবিধানানুসারে সংস্কারাদি না করিয়া বেদ, স্মৃতি বা পুরাণের বিধি অনুসারে করিবেন, তাঁহাকে মহাপাতকী হইতে হইবে। পরন্তু কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ প্রবল হয় নাই, ঈদৃশ অবস্থায় পুরাণাদির বিধি অনুসারে কার্য্য করিলে তাদৃশ দোষ হয় না। এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে দিন কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৎপরে পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কলির প্রারম্ভকাল অথবা কলির সন্ধ্যাংশ। এই পাঁচ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তন্ত্র অনুসারে সংস্কার না হইলেও তাদৃশ ক্ষতি নাই। এক্ষণে কলির ৪৯৯৭ বৎসর অতীত হইয়াছে। আর তিন বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে আর তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক বা পৌরাণিক বিধি অনুসারে কার্য্য করিলে

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৯৫ ॥ ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ। কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥৯৬॥ উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা। উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে। বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥৯৭॥ তদ্দত্তান্নতোয়াদি নৈব গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ। পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তদন্নপূয়বৎ ॥ ৯৮ ॥ তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতঃ। দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ৯৯ ॥ অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনঞ্চরেৎ। ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াং কথঞ্চন। ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০০ ॥ আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥ তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ। তস্মান্মর্ত্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১০২ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকং ॥ ১০৩ ॥ অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্ব ধর্ম্মোঽপি নশ্যতি। শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥১০৪॥ নবমোল্লাসে। সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে। নাসংস্কৃ-

---

পতিত হইতে হইবে না, পরন্তু মহানির্ব্বাণে প্রবল কলির লক্ষণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে প্রবল কলি হইয়াছে। সুতরাং অতঃপর আর তন্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিধি অবলম্বন করা যাইতে পারে না। অন্য বিধানে বিবাহাদি হইলে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। প্রবল কলির লক্ষণ যথা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে চতুর্থ উল্লাসে। যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা। ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮ ॥ কৃচিচ্ছিন্না কৃচিচ্ছিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী। ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯ ॥ যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ। ॥ ৫০ ॥ যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ। গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫১ ॥ যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ। দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২ ॥ যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ। অসম্যকফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩ ॥ ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া। মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রকটে মদ্য-মাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে। গুঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫ ॥ ইতি।

ত্তোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥২॥ অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্ত-সংস্ক্রিয়াঃ। কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈ রিহামুত্রহিতেপ্সুভিঃ ॥৩॥ জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা। জাতীনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নাশনমতঃপরম্। চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥৪॥ শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানাম্ উপবীতং ন বিদ্যতে। তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥ নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ। কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাস্তববর্ত্মনা ॥ ৬ ॥ যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু। পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু। বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ৮ ॥ সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে। প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ৯ ॥ কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ। মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ * ॥ ১০ ॥ নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ। সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগ-ভেদতঃ ॥ ১১ ॥ কলিদুর্ব্বলজীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্। সংস্কাদিক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে ॥ ১৩ ॥ ইতি।

---

* ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দশবিধ সংস্কার, দেবতা প্রতিষ্ঠা কূপ, বাপী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি যে সমুদায় কার্য্যের বিধান তন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তত্তৎকার্য্য তন্ত্রবিধানানুসারেই হইবে। পূরকপিণ্ড প্রভৃতি যে কয়েকটী কার্য্যের বিধান তন্ত্রে দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতি বিধানানুসারেই হইবে ; পরন্তু প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে মায়াবীজ (হ্রীঁ) যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। এরূপ করিলেই তন্ত্রসম্মত হইয়া উঠিবে।

তন্ত্রোক্ত দশবিধসংস্কার বিষয়ে বসুমতীসম্পাদকের অভিপ্রায়।

—:০:—

সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়, এই শিরোনাম দিয়া একখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। আমরা তাহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়াছি। তন্ত্রোক্ত দশবিধসংস্কারপদ্ধতি এই খণ্ডের নির্ঘণ্ট। তন্ত্রবাক্য প্রমাণে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিতেছেন, এক্ষণে এদেশের সনাতনধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দশবিধ-সংস্কার, নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা, দেবতাপ্রতিষ্ঠা ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তন্ত্র-বিধানানুসারে না করিয়া স্মৃতিবিধানানুসারে করিলে পণ্ড হইবে। এই কলিযুগে বেদ বা স্মৃতি অনুসারে উক্ত সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

মনুবাক্য উদ্ধার করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় ক্রমশঃ তন্ত্র প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কুব্জিকাতন্ত্রে ও তারাপ্রদীপের প্রথম পটলে আছে :—

"আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥
কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥"

সদাশিবের অভিপ্রায় এই যে, কলি প্রবল হইলে যিনি তন্ত্রবিধানানুসারে সংস্কারাদি না করিয়া বেদ, স্মৃতি বা পুরাণের বিধি অনুসারে করিবেন, তাঁহাকে মহাপাতকী হইতে হইবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে মহাদেব বলিতেছেন,—

"বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, কলি প্রবল হইবে কবে?--তর্কালঙ্কার মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কলির প্রারম্ভকাল, অথবা কলির সন্ধ্যাংশ। এক্ষণে কলির ৪৯৯৭ বৎসর অতীত হইয়াছে। আর তিনবৎসর মাত্র অবশিষ্ট। ইহার পরেই প্রবল কলি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারে এক্ষণে প্রবল কলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রমাণ,—মহানির্ব্বাণতন্ত্রের চতুর্থ উল্লাসে মহাদেব বলিতেছেন :—

"যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮
কচিচ্ছিন্না কচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী।
ভবিষ্যতি ক্লেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯
যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫।
যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ।
অসম্যক্ ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩।
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪।
প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥" ৫৫।

এইগুলি প্রবল কলির প্রমাণ। এতব্যতীত আরও অনেক প্রমাণ তর্কালঙ্কার মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় এক্ষণে এতৎ-প্রদেশের মধ্যে তন্ত্রজ্ঞ প্রধান সুপণ্ডিত। তিনি বিশদ রূপে এই গুরুতর বিষয়টির মীমাংসা করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এতদ্দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহাশয়গণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সমবেত হইয়া এই তান্ত্রিক সময়ের উপযোগী কার্য্য-কলাপের বিচার করুন। তান্ত্রিক, বৈদিক, পৌরাণিক এবং স্মার্ত্ত মহাশয়েরা সকলেই ইহার মীমাংসার জন্য আহূত হইতেছেন। শিবের সহিত বিচার করিতে হইবে। (বসুমতী, ২৫:শ ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩০৪ সাল।)

তন্ত্রবিধানখণ্ডন প্রসঙ্গ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের নিকট এই প্রসঙ্গটি প্রেরণ করিয়াছেন।

"শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় দশবিধসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তন্ত্রবিধানানুসারে না করিয়া স্মৃতিবিধানানুসারে করিলে পণ্ড হইবে, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এটি অপসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে, কারণ স্বপক্ষ সমর্থন করিতে তিনি যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, উহার দ্বারা দশসংস্কার, কি শ্রাদ্ধাদি তন্ত্রানুসারে করিতে হয়, ইহা বুঝায় না। যথা —"আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান যজেৎ সুধীঃ। ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ।" এ বচনে দশসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার নামগন্ধও নাই, তবে কিরূপে স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে সংস্কার কর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে পণ্ড হইবার সম্ভাবনা বলিতে পারেন? তিনি যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসের প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে" এ প্রমাণটীও কোন কার্য্যকারক নহে। ইহার পরেই বলিয়াছেন, "শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা পূজা আগমোক্তবিধানে কর্ত্তব্য, ইহাই বলিলেন; সুতরাং কুব্জিকাতন্ত্রের বচন ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসের এই বচন, উভয়ের একবাক্যতা সিদ্ধ করিয়া কেবল দেবদেবীপূজাই কলিতে তন্ত্রবিধানে কর্ত্তব্য, ইহাই শিবের অভিপ্রায় বলিতে হইবে; নতুবা "কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ" এই বিশেষ উক্তির অসঙ্গতি হইয়া উঠে। তর্কালঙ্কার মহাশয় আর একটি ভয়ঙ্কর কথা লিখিয়াছেন। সদাশিবের অভিপ্রায় যে, কলি প্রবল হইলে যিনি তন্ত্রবিধানানুসারে সংস্কারাদি না করিয়া বেদ-স্মৃতি-পুরাণের বিধি অনুসারে করিবেন, তাঁহাকে মহা-পাতকী হইতে হইবে। এটি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মনঃকল্পিতমাত্র; কারণ, মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রের যে সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি সংস্কারাদি কর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তন্ত্র-বিহিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা তন্ত্রোক্ত কৌলধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি, সাধারণের প্রতি নহে। যথা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্থ উল্লাসে,—

"অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ।
কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ॥
গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্॥
কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্।
যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ॥
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগে॥
তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপি চ।
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে॥
তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
কুলাচারং বিনা যত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরি।
তত্রানৃত-প্রবেশশ্চেৎ কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ॥"

এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, পাপাশয় কলি প্রবল হইলে, সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবে। গোপনে করিলে সত্যের হানি হয়; কারণ, মিথ্যাচার ব্যতীত গোপন করা সম্ভব হয় না। অতএব কলির প্রবলতাসময়ে কৌলিক ব্যক্তি মিথ্যাচার পরিহার পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি পূর্ব্বে কুলতন্ত্রে বলিয়াছি যে, কুলধর্ম্ম ও কুলাচার গোপন করিবার নিমিত্ত মিথ্যাচার দূষণীয় নহে; পরন্তু যখন কলির প্রবলতা হইবে, তখন এই উপদেশ প্রশস্ত নহে।

দেবী! সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুস্পাদ ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার একপাদ হীন হয়। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদমাত্র অবশিষ্ট ছিল। কলিযুগে সেই ধর্ম্মের একপাদ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কলির প্রবলতাসময়ে সেই একপাদ ধর্ম্মেরও তপস্যাংশ ও দয়াংশ খঞ্জ হইয়া যাইবে। একমাত্র সত্যই বলবৎ থাকিবে। ঈদৃশ অবস্থায় সেই সত্যরূপ পাদ ভগ্ন করিলে, সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মলোপ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এই কারণে একমাত্র সত্য অবলম্বন করিয়াই সমুদায় কার্য্য সাধন করিবে। পরন্তু কুলেশ্বরি! প্রবল কলিকালে কুলাচার ব্যতিরেকে যখন আর উপায়ান্তর নাই,

তখন এই কুলাচারে যদি মিথ্যা বা কপটাচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র গ্রাহ্য নহে। যথা কূর্ম্মপুরাণে হিমালয়ং প্রতি দেবীবাক্যং :—"যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥ করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতং। এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু। ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥" ইহলোকে যে সকল তন্ত্রশাস্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র গ্রাহ্য নহে, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ করালভৈরব নামক যামল, এবংবিধ লোকমোহার্থ মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট যে সকল তন্ত্র, তাহা কেবল লোকবিমোহার্থই জানিবে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, দেবী যখন স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ তন্ত্র লোকবিমোহার্থ, সুতরাং লোকে তদনুসারে চলিবে না, অতএব কোন্ ব্যক্তি এক্ষণে ভগবতীর বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে চলিতে অগ্রসর হইবেন? সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থা প্রচার করা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বয়োধিক অবস্থার পরিচয় মাত্র। বেদ-মার্গানুসারে সংস্কার কর্ম্ম কর্ত্তব্য ইহা ভগবান্ মনু সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিয়াছেন। এক্ষণে যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে তন্ত্রমার্গানুসারে চলিতে হয়, তাহা হইলে স্মৃতিবিরুদ্ধ হইয়া উঠে। যথা—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপসৃজ্যতে॥
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণরূপ কর্ম্মদ্বারা গর্ভাধানাদি শারীরিক সংস্কার করিবে; যাহাতে তাঁহারা ইহলোকে বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ও পরলোকে যাগাদিফল লাভ দ্বারা পবিত্র হইবেন। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা, দ্বিজাতির বীজদোষজন্য ও গর্ভবাসজন্য পাপ হইতে মুক্তি হয়। বেদাধ্যয়ন, মধুমাংসবর্জ্জনাদি ব্রত, সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রতবিশেষ, ব্রহ্মচর্য্য-

সময়ে দেব-ঋষি-পিতৃ-তর্পণ, গৃহস্থদশায় সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য এই দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করিবে।"

পত্রখানি আমরা অবিকল প্রকাশ করিলাম। কোনস্থানে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা হইল না। আমাদের মতামত প্রকাশ করাও অনাবশ্যক বুঝিলাম। তান্ত্রিক এবং স্মার্ত্ত, এই উভয়পক্ষই বিচারক। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহার উত্তর দিবেন। (বসুমতী, বৃহস্পতিবার ১৯শে কার্ত্তিক ১৩০৪ সাল।)

তন্ত্রবিধান-সমর্থন।

১৯ এ কার্ত্তিকের বসুমতীতে "তন্ত্রবিধানখণ্ডন" প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া দশবিধসংস্কার পদ্ধতি প্রচারক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন।

(প্রতিজ্ঞা।) কলির প্রবলতাসময়ে দশবিধসংস্কার, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীপ্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তন্ত্রবিধানানুসারে করাই কর্ত্তব্য, না করিলে সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তন্ত্র হইতে যে দশবিধসংস্কার সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার অবতরণিকাতে উক্ত প্রকার আভাস দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া ১১শে কার্ত্তিকের বসুমতীতে ছাপাইয়াছেন যে,—

"শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় দশবিধসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তন্ত্রবিধানানুসারে না করিয়া স্মৃতিবিধানানুসারে করিলে পণ্ড হইবে এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এটি অপসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। কারণ, স্বপক্ষ-সমর্থন করিতে তিনি যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, উঁহাদ্বারা দশবিধসংস্কার কি শ্রাদ্ধাদি তন্ত্রানুসারে করিতে হয়, তাহা বুঝায় না।"

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় "দশবিধ সংস্কার পদ্ধতির" অবতরণিকাতে যে সমুদায় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, তাহা দেখিয়া মহামান্য পণ্ডিতগণ ও ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মগণ মীমাংসা করুন, পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি না? এবং প্রতিবাদ-কারীর প্রতিবাদ ভ্রান্তিসঙ্কুল কি না? প্রমাণ যথা—মাতৃকাভেদ তন্ত্রে একাদশ পটলে,—

বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং মন্ত্রং ন যোজয়েৎ কলৌ।
এবং কূপাদিদানেষু কর্ত্তব্যং পরমেশ্বরি॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্থোল্লাসে,—

"সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতং॥ ৮৪
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণম্।
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা॥ ৮৫।

জাতকর্ম্ম তথা নাম চূড়াকরণমেব চ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতং ॥ ৮৬।
তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ।
যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭।
বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারাং তিথিকর্ম্ম চ।
গৃহারম্ভ প্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা ॥ ৮৮।
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ।
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ॥ ৮৯ ॥
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ।
ময়োক্তেন বিধানেন তৎসর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০ ॥
ন কুর্য্যাদ্‌যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা।
বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১।
যদি মন্ত্রমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ।
যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯২।
প্রবৃদ্ধে কলিকালে তু জাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।
যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯৪।
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৫।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ।
কেবলং স্বব্রবাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥ ৯৬।
উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ স তু গর্হিতা।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে ॥
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥ ৯৭।
তদ্ধস্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্নন্তি দেবতাঃ।
পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তন্মলপূয়বৎ ॥ ৯৮।
তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ৯৯
অশস্তবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনঞ্চরেৎ।

ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন।
ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০০।
আগমোক্তবিধিং হিত্বা যৎ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১।
তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ।
তস্মান্মর্ত্তাঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১০২।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকং ॥ ১০৩।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০৪।"
নবমোল্লাসে,—"সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥ ২।
অতো বিপ্রাদিভির্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্ত-সংক্রিয়া।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্রহিতেপ্সুভিঃ ॥ ৩।
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নাশনমতঃপরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪।
শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫।
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ।
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা ॥ ৬।
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ।
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥" ১১। ইতি।

যদিও তন্ত্রোক্ত দশবিধসংস্কারপদ্ধতির অবতরণিকাতে উক্ত প্রমাণসমূহের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই, তথাপি সাধারণের বোধগম্য হইবার নিমিত্ত এ স্থলে অনুবাদ দিতেছি।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে,—পরমেশ্বরি! বেদোক্ত বা স্মৃত্যুক্ত মন্ত্র কলিতে প্রয়োগ করিবে না। অর্থাৎ যে মন্ত্র বেদে বা স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে, অথচ তন্ত্রে গৃহীত হয় নাই,

তাদৃশ মন্ত্র প্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না। কূপপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মেই এইরূপ করিবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্থোল্লাসে,—মৎকথিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মানবগণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী সমুদায় কার্য্য করিবে। ৮৪। দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ, ব্রত, উদ্বাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, ৮৫। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মও আগম অনুসারে করিতে হইবে। ৮৬। বিশেষতঃ তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদোৎসব, যাত্রা, গৃহ-প্রবেশ, নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান, ৮৭। বাপী-কূপ-তড়াগ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য, গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতাস্থাপন, ৮৮। দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্ব-কৃত্য, মাসকৃত্য, ঋতুকৃত্য ও বর্ষকৃত্য, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ৮৯। কর্ত্তব্যকর্ম্ম, অকর্ত্তব্যকর্ম্ম, ত্যাজ্যকর্ম্ম, গ্রাহ্যকর্ম্ম, এতৎ সমুদায়ই মদুক্ত বিধান অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ৯০। যদি কোন ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অথবা অশ্রদ্ধাবশতঃ মোহাভিভূত হইয়া উক্ত কার্যসমুদায় তন্ত্রমতে সাধন না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ও বিনষ্ট হইবে এবং পরিণামে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ৯১। মহেশ্বরি! কলি প্রবল হইলে যদি কেহ আমার মত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যমতের অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যখন যে কর্ম্ম করিবে, তখনি তাহার ফল বিপরীত হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি মৎকথিত এই শাস্ত্র অবগত থাকিয়াও অন্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, সে মহাপাতকী হইবে। (বসুমতী, বৃহস্পতিবার ১১ই অগ্রাহায়ণ ১৩০৪ সাল।)

(২)

মহাদেব বলিতেছেন, দেবি! ঘোর কলিকালে যে ব্যক্তি অন্যমতে ব্রতানুষ্ঠান বা বিবাহ করিবে, সেই ব্যক্তি যাবৎ কাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, তাবৎকাল পর্যন্ত নরকবাসী হইবে। ৯৫। তৎকালে অন্যমতে ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে; যাহার উপনয়ন হইবে, সে ব্রাত্য ও পতিত হইবে; বিশেষতঃ সেই উপনীত ব্যক্তি সূত্রবাহী হইলেও চাণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইবে। ৯৬। কুলনায়িকে! অন্য পদ্ধতি অনুসারে যে নারী বিবাহিতা হইবে, সে অতীব নিন্দনীয়া এবং ঐ বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাদৃশ বিবাহিতা স্ত্রী-গমনে

পুরুষের প্রতিদিন বেশ্যাগমনজনিত পাপ হইতে থাকিবে। ৯৭। তাহারা হস্তে করিয়া যে অন্নজল প্রভৃতি প্রদান করিবে, তাহা দেবতারা গ্রহণ করিবেন না এবং পিতৃলোকও তাহা ভক্ষণ বা পান করিবেন না, কারণ তাহা মল বা পূয়ের সদৃশ অপবিত্র। ৯৮। এই নারীর গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকে কানীন ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত বলা যাইবে। দৈবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও কুলাচারে ঐ সন্তানের কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না। ৯৯। শম্ভুপ্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যপথ অবলম্বন করিয়া দেবতা স্থাপন করিলে তাহাতে কোন ক্রমেই দেবতার সান্নিধ্য হইবে না এবং দেবতা-স্থাপন-কর্ত্তা ঐহিক বা পারত্রিক যে, কোন ফল পাইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। তাহাতে তাহার কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয় মাত্র সার হইবে। ১০০। যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে এবং সেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তাও পিতৃলোকের সহিত নরকে গমন করিবে। ১০১। বিশেষতঃ তৎপ্রদত্ত জল শোণিতসদৃশ ও পিণ্ড মলময় হইয়া উঠিবে। অতএব সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বতোভাবে শঙ্করপ্রদর্শিত মত আশ্রয় করে। ১০২।

দেবি! এস্থলে অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, মহেশ্বর প্রদর্শিত পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রবল কলি সম্ভূত মনুষ্য যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমুদায়ই নিষ্ফল হইবে। ১০৩। যাহারা মহেশ্বরের মত অবহেলা করিয়া অন্যমতে কার্য্য করিবে, তাহাদের ভাবীধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মও নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহারা মহেশ্বর প্রদর্শিত আচারে বিমুখ, তাহাদের আর নরক হইতে উদ্ধার নাই। ১০৪।

নবমোল্লাসে কথিত হইয়াছে, দেবি! সংস্কার ব্যতিরেকে কাহারও দেহশুদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তির সংস্কার নাই, সে কখনই দৈব বা পৈত্র, কোন কর্ম্মেই অধিকারী হইতে পারিবে না। যাঁহারা ইহলোক ও পরলোকে হিতকামনা করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে স্ব স্ব বর্ণ-বিহিত সংস্কার করেন। ২।৩।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ, শাস্ত্রে এই গুলিকে দশবিধসংস্কার বলা হইয়া থাকে। ৪। শূদ্রজাতির ও সামান্য জাতির উপনয়ন সংস্কার নাই। এই কারণে তাহাদের নয়টিমাত্র সংস্কার এবং দ্বিজগণের দশবিধ সংস্কার কথিত হইয়াছে। ৫। বরারোহে

কলিকালে সমুদায় নিত্যকর্ম্ম শম্ভুপ্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারেই সম্পাদন করিতে হইবে। ৯। নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতা প্রভৃতিতে যে সমুদায় মন্ত্র আছে, তৎসমুদায় আমিই বলিয়াছি, পরন্তু যুগভেদে তৎসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। ১১।

পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় যদিও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কলির পাঁচ হাজার বৎসর গত হইলে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের পর কলির প্রবলতা হইবে, তথাপি তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে যে প্রবল কলির লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তিনটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা-কুলেশ্বরি, যৎকালে দেখিবে। সুরতরঙ্গিণী স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্না হইয়াছেন, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ৪৯। মহাপ্রাজ্ঞে। যৎকালে দেখিবে যে, ম্লেচ্ছজাতীয় জনগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় ধনলোলুপ হইয়াছে, তখনি বিবেচনা করিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাবল্য হইয়াছে। ৫০। যে সময় পৃথিবী অনুর্ব্বরা ও অল্পফলা, মেঘ সকল অল্পবর্ষী এবং বৃক্ষসকল অল্প ফলবিশিষ্ট হইবে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৫৩।

ইহা দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এক্ষণে প্রবল কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে কলির চারিহাজার চারিশত বৎসর অতীত হইলে কলির প্রবলতা আরম্ভ হইবে। তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক বোধে প্রদত্ত হইল না।

প্রতিবাদকর্ত্তা আর একটি প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রের যে সিদ্ধান্ত দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কারাদি কর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তন্ত্রবিহিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা তন্ত্রোক্ত কৌলধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি, সাধারণের প্রতি নহে।' প্রতিবাদকর্ত্তা এ বিষয়ে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; কারণ সেই প্রমাণের মত এই যে, সকল যুগেই কুলাচার গোপন করা হইয়াছে, পরন্তু কলি প্রবল হইলে কুলক্রিয়া প্রকাশ্যভাবে সাধিত হইবে। ইহা দ্বারা কিরূপে এরূপ বুঝাইল যে, কেবল কুলধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তন্ত্রানুসারে দশবিধসংস্কার বা শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে ? বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি সকলের প্রতিই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ফলতঃ মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় কৌল-ধর্ম্মাবলম্বী এক জাতি-বিশেষ নহে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই সাধনদ্বারা উন্নতিলাভ করিয়া কৌল হইতে পারেন। তন্ত্রে কৌলের লক্ষণ কথিত হইয়াছে যথা,—"ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনং। তৎকুলে নিরতো যো হি কৌল ইত্যভিধীয়তে॥" কুল শব্দ হইতে কৌল হইয়াছে। এ স্থলে কুল শব্দের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ কুল নহে। কুল শব্দের অর্থ সনাতন ব্রহ্ম। অতএব যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহাকে কৌল বলা যায়। অতএব যিনি ব্রহ্মসাধন করেন, তিনিই কৌলধর্ম্মাবলম্বী। তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে, "কুলং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ অকুলন্তু মহেশ্বরঃ। কুলাকুলস্য তত্ত্বজ্ঞঃ কৌল ইত্যভিধীয়তে॥" কুলশব্দের অর্থ কুণ্ডলিনী শক্তি, অকুল শব্দের অর্থ পরমব্রহ্ম, যিনি শক্তি ও ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তিনিই কৌল।' উভয় বচনানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই কৌল বলা যায়। (বসুমতী, বৃহস্পতিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৪)

(৩)

কৌল কাহাকে বলে?—সুরাপানেই কৌল হয় না। এমন সুরাপায়ী অনেক আছেন, বাক্য দ্বারা বা ভঙ্গীদ্বারা যাঁহাদের মদ্যপানের চিহ্ন প্রকাশ হয়, তাঁহারা আবার নিজমুখেই বলেন, আমরা কৌল, আমরাই কৌলধর্ম্মাবলম্বী। বস্তুতঃ তাদৃশ ভ্রষ্টাচার ব্যক্তিরা কৌলপদবাচ্য নহে। তন্ত্রানুসারে তাহারা কেবল মাতালপদবাচ্য। প্রতিবাদক মহাশয় ঈদৃশ ভ্রষ্টাচার ব্যক্তিকে কৌলধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিবেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা গৃহস্থের প্রতি, সন্ন্যাসীদিগের আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র।

প্রতিবাদক মহাশয় আর একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সমুদায় তন্ত্রই পাষণ্ডমোহনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। যদি তাঁহার মনে এরূপ ধারণা থাকে, তাহা হইলে দীক্ষা গ্রহণ, ইষ্ট মন্ত্র জপ, পূজা প্রভৃতি সমুদায়ই ত্যাগ করুন। আর যদি তিনি বীরাচারপ্রতিপাদক তন্ত্রকে পাষণ্ডমোহনার্থ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রায় সমুদায় তন্ত্রই পাষণ্ডমোহনার্থ হইয়া পড়ে। প্রতিবাদক মহাশয় এমন একখানি তন্ত্র দেখাইয়া দিউন, যাহাতে বীরাচার সমাদৃত হয় নাই। ফলতঃ পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব এবং বেদাচার, বৈষ্ণবাচার,

শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার, এই সপ্ত আচার পর পর শ্রেষ্ঠ বলিয়া তন্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পশুভাব প্রথম অবস্থা, তৎপরে বীরভাব তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, তৎপরে দিব্যভাব তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রতিবাদকর্ত্তা মহাশয় ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহানির্ব্বাণতন্ত্র সুরাপানের বিধি দিয়াছেন, বেদে সুরাপানের বিধি নাই। সুতরাং তাহা বেদবিরুদ্ধ ; অতএব পাষণ্ডমোহনার্থ সৃষ্ট। ফলতঃ মহানির্ব্বাণ, প্রবল কলিকালে কিরূপ বিধি দিতেছেন, দেখুন। যথা,—"গৃহ-কামৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ। পঞ্চতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ং॥" অর্থাৎ যাঁহারা সংসারাসক্ত ও কাম্যকর্ম্মতৎপর, তাঁহারা প্রবল কলিতে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ না করিয়া তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ ঘৃত, মধু, চিনি, এই মধুরত্রয় গ্রহণ করিবেন। এই প্রতিনিধিবিধির দ্বারা সংসারাসক্ত গৃহস্থের পক্ষে এককালে সুরাপান নিষিদ্ধ হইল।

ফলতঃ বীরাচারীর যথাবিধি সুরাগ্রহণ বেদবিরুদ্ধ নহে। বেদমধ্যে সৌত্রামণী যাগে ও বাজপেয়যাগে সুরা গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হইতেছে। যথা,—"সুরাগ্রহান্ গৃহ্নাতি সোমগ্রহাংশ্চ সুরাগ্রহাংশ্চ গৃহ্নাতি বাজসৃত্ত্যঃ সুরাগ্রহান্ হবন্তি" ইত্যাদি। এবং ঐ সমুদায় স্থলে "হংসঃ শুচিসদ্বসু" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে সুরা শোধনের বিধিও দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডে কালিকোপনিষৎ, তারোপনিষৎ ও ত্রিপুরোপনিষৎ দেখুন। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে মদ্য-মাংসাদি দ্বারা ঐ ঐ দেবতার সপর্য্যা বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রে বীরভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে মদ্য-মাংসাদি দ্বারা যে প্রকার পূজার বিধান আছে, সেইরূপ বিধি ও মন্ত্রাদি অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডে অবিকল দৃষ্ট হইতেছে। বাহুল্যভয়ে প্রমাণ দিলাম না, আবশ্যক হইলে দেখাইতে পারিব। বৈধ সুরাপান স্মৃতিবিরুদ্ধও নহে যথা, মনু—"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবগণ প্রবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ বীরভাবে থাকিয়া মদ্যমাংসাদিদ্বারা সাধন করিবে, পরে যখন নিবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ দিব্যভাবে উপনীত হইবে, তখন দেবতা দর্শন প্রভৃতি মহাফল লাভ হইবে।

ফলতঃ পশুভাব, বীরভাব বা দিব্যভাব বেদবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। তন্ত্রে যে দশবিধসংস্কার প্রভৃতি আছে, তাহাতে বেদের মন্ত্র সমুদায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তন্ত্রোক্ত দশবিধসংস্কারপদ্ধতি কোন ক্রমেই বেদবিরুদ্ধ

হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যে সমুদায় বেদ মন্ত্র তন্ত্রমধ্যে শিব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই তান্ত্রিক মন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। যে সমুদায় বেদমন্ত্র তন্ত্রে কথিত হয় নাই, সেই সমুদায় বৈদিক মন্ত্রে কার্য্য করিতে নিষেধ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই কলিযুগে ম্লেচ্ছরাজ্যে কোন ব্যক্তিই বৈদিক আচার রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। বৈদিক আচার রক্ষা করিতে না পারিলে কিরূপে বেদোক্ত মন্ত্রের ফল লাভে অধিকারী হইবে? তান্ত্রিক আচার রক্ষা করা দুঃসাধ্য নহে। সুতরাং মানবগণ তান্ত্রিক আচারে থাকিয়া তন্ত্রোক্ত বেদমন্ত্রের ফললাভে সমর্থ হইবে।

কূর্ম্মপুরাণে হিমালয়ের প্রতি দেবীবাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,—"করাল-ভৈরবযামল প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ যে সমুদায় তন্ত্র লোকে দৃষ্ট হয়, তাহা পাষণ্ডমোহনের নিমিত্তই প্রচারিত হইয়াছে।" সেই সমুদায় তন্ত্র কি এবং তাহাতে কি আছে, ইহা সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। কৌলিকার্চ্চনদীপিকাকার প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন তন্ত্র-সংগ্রহকারগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে,—শাবর, যক্ষ-ডামর, বৃহদ্ভূতডামর, কামরত্ন প্রভৃতি যে সমুদায় তন্ত্রে পরমপুরুষার্থ সাধনের নাম-গন্ধও নাই, কেবল নায়িকাসাধন, ভূতিনীসাধন, যক্ষিণীসাধন, কিন্নরীসাধন, শরীর দৃঢ়ীকরণ, আপনাকে বহুস্ত্রীসম্ভোগে সমর্থ-করণ, দীর্ঘজীবীকরণ, অক্ষয় ধনপ্রাপ্তি, আপনাকে অদৃশ্যকরণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক বিষয় আছে, তাহাই শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ ও পাষণ্ডমোহনার্থ সৃষ্ট।

ফলতঃ এই ভারতবর্ষ মধ্যে বিষ্ণুক্রান্তায় ৬৪ খানি, রথক্রান্তায় ৬৪ খানি ও অশ্বক্রান্তায় ৬৪ খানি তন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা বিষ্ণুক্রান্তায় বাস করিতেছি। অশ্বক্রান্তার তন্ত্র ও রথক্রান্তার তন্ত্রের যে অংশ বিষ্ণুক্রান্তার বিরুদ্ধ না হয়, আমরা তদনুসারেও কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু অধুনা কল্পান্তরের যে যে তন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাই পাষণ্ডমোহনার্থ প্রচারিত। মহাসিদ্ধিসারস্বততন্ত্রে চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নামোল্লেখের পর কথিত হইয়াছে যে,—এতানি তন্ত্ররত্নানি সফলানি যুগে যুগে॥ কালীবিলাসকাদীনি তন্ত্রাণি পরমেশ্বরী। কালকল্পে সুসিদ্ধানি অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু॥ মহাচীনাদি তন্ত্রাণি অবিকল্পে মহেশ্বরি। সুসিদ্ধানি বরারোহে রথক্রান্তাসু ভূমিষু॥" মহাবিশ্বসারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।

সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু ॥ কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি ॥ ইতি।

সিদ্ধীশ্বরতন্ত্র, কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতন্ত্র, ফেৎকারিণীতন্ত্র, উত্তরতন্ত্র যোগিনীতন্ত্র, সিদ্ধিযামল, রুদ্রযামল, যামল, ব্রহ্মযামল, কামাখ্যাতন্ত্র, বিশ্বসারতন্ত্রে প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্র (এই বিষ্ণুক্রান্তাতে) চতুর্যুগেই সফল হইবে। কালীবিলাস প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্র কালকল্পে (বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্পে নহে) অশ্বক্রান্তাতে সুসিদ্ধ হইবে। (বসুমতী, বৃহস্পতিবার ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩০৪।)

মহাবিশ্বসারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যামল প্রভৃতি চতুঃষষ্টিতন্ত্র এই শ্বেতবরাহকল্পে এই বিষ্ণুক্রান্তাতে সফল হইবে। পরন্তু যে সমুদায় কল্পান্তরের তন্ত্র এক্ষণে কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই পাষণ্ডমোহনের নিমিত্ত প্রকাশিত। সেই সমুদায় কল্পান্তরে তন্ত্র এক্ষণে এই বিষ্ণুক্রান্তাতে কোন ফলদায়ক হইবে না।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কালীবিলাসতন্ত্র, করালভৈরব, যামল প্রভৃতি কল্পান্তরের তন্ত্রই পাষণ্ডমোহনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এক সময় দৈত্যেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইলে দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হইলেন মহাদেব দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত পাষণ্ডমোহনার্থ দৈত্যগণকে কালীবিলাস প্রভৃতি কল্পান্তরীয় তন্ত্র দিলেন এবং কোন কোন দৈত্য সেই সেই তন্ত্র অনুসারে পরমপুরুষদি সাধন পরিত্যাগ করিয়া নায়িকাসাধন প্রভৃতি ঐহিক সাধনে প্রবৃত্ত হইল। কালী বিলাসতন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, "দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং। অর্থাৎ কলিতে দিব্যভাব বা বীরভাব কখনই নাই, কেবল পশুভাব দ্বারাই মন্ত্রসিদ্ধ হয়। দৈত্যগণ এইরূপ উপদেশ পাইয়া সুরাদ্বেষী হইল এবং তজ্জন্য অসুর নামে বিখ্যাত হইল।

দেবগণ প্রকৃত পরমপুরুষার্থ-সাধক তন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্লভঃ। কেবল বীরভাবেন সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ অর্থাৎ কলিতে পশুভাব নাই, কারণ কোন ক্রমেই পশ্বাচার রক্ষা হইতে পারে না। দিব্যভাবও অতীব দুর্লভ, কারণ সকলে অদৃষ্টে বহু আয়াসসাধ্য দিব্যভাব হইয়া উঠে না। অতএব কেবল বীরভাব দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়। দেবগণ যেরূপ উপদেশ অনুসারে বীরভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সুরাগ্রহণ করিলেন তাহাতে তাঁহারা সুর শব্দে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, প্রবল কলির সময়ে আগমোক্ত বিধানানুসারে দশবিধ সংস্কারাদি করিতে হইবে। অন্য বিধানে করিলে অবশ্য পণ্ড হইবে। এই সমস্ত বিধান সাধারণের প্রতি। তন্ত্র অনুসারে দশবিধসংস্কারাদিতে যে সমুদায় মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটিও বেদবিরুদ্ধ নহে। ঈদৃশ অবস্থায় বিশেষ না দেখিয়া বিশেষ না জানিয়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র লিখিয়াছেন যে, "সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থা প্রচার করা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বয়োধিক অবস্থার পরিচায়ক মাত্র।" পরন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অতিবৃদ্ধ জ্ঞান করিবেন অথবা প্রতিবাদকারী মহাশয়কে বালকজ্ঞান করিবেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক আদ্যোপান্ত পুস্তক দেখিয়া মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া প্রতিবাদ করা বিজ্ঞোচিত কার্য্য হয় নাই।' (বসুমতী, বৃহস্পতিবার ২রা পৌষ, ১৩০৩।)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি
সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্,
প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা-প্রদীপ,
সাধন-প্রদীপ, পুরশ্চরণ-প্রদীপ
গীতা-প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ,
তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য
নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র,
শারদাতিলক, নিত্যোষোড়-
শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত,
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ
তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্,
শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ
পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি
ও রহস্য পূজা পদ্ধতি,
পুরশ্চরনোল্লাস, শ্রীশ্রী
দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,তন্ত্র
সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব-বিচার,
কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের
দুই বাংলার সতীপিঠ,
বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণরত্নাকর।
কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,
শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ,
দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কূর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ,
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাদ্রি নন্দন সিংহা

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম,
ক্রিয়োড্ডিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম
সর্ব্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্
দত্তাত্রেয় তন্ত্রম্

মূল্য :- ৬০ টাকা মাত্র